হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

কালো সোনার দেশে

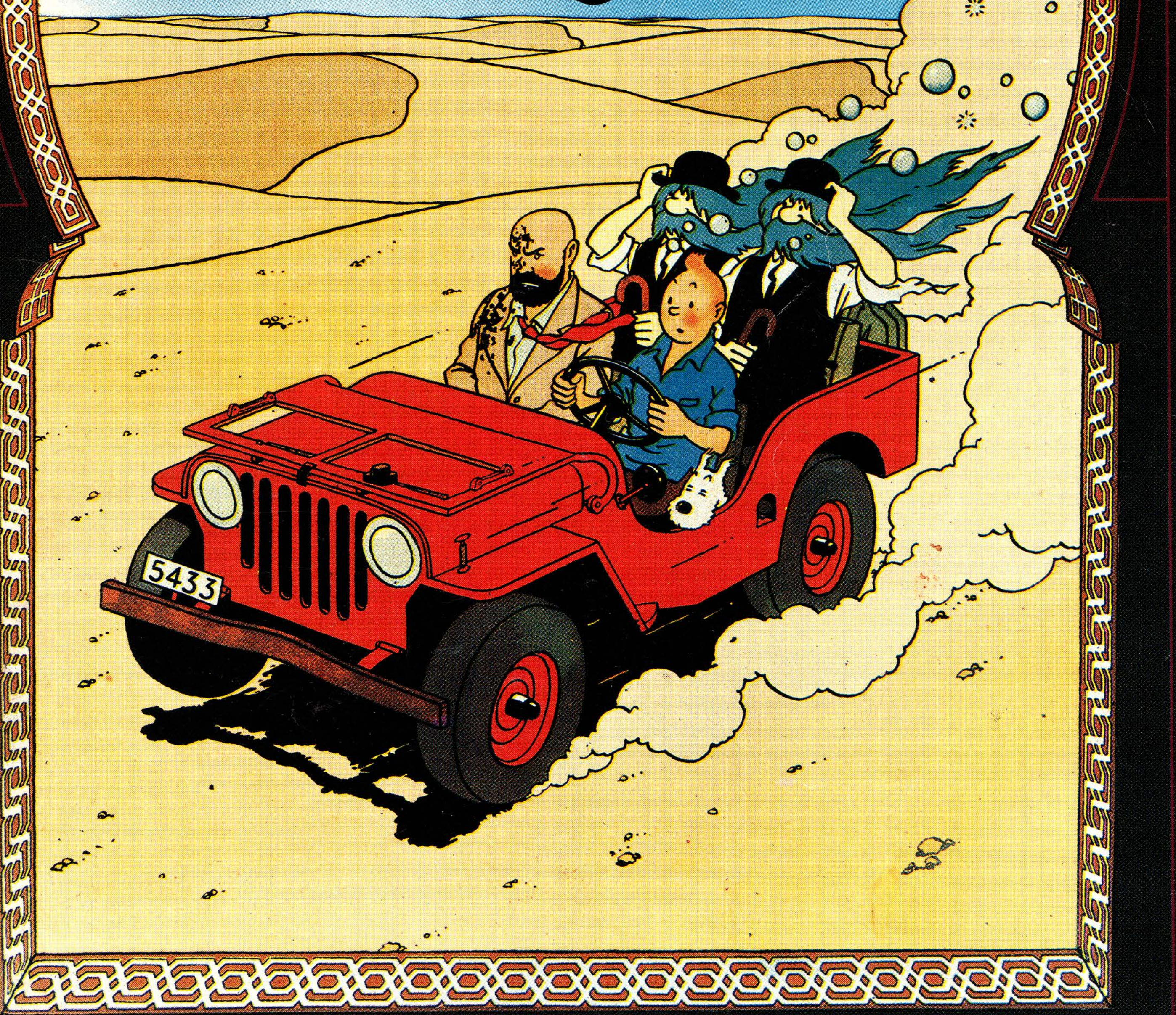

আনন্দ

হার্জ

দুঃসাহসী টিনটিন

কালো সোনার দেশে

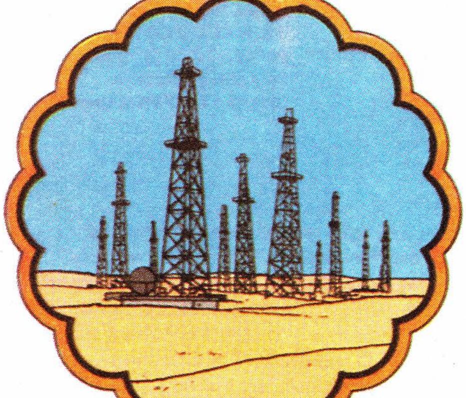

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা ৯

টিনটিনের বই নিম্নলিখিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত হয়:

আলসাসিয়েন	কাস্টারমান
বাস্ক	এলকার
বাংলা	আনন্দ
বার্নিজ	এমনতালের ড্রুক
ব্রেটন	আন হিয়ার
কাতালান	কাস্টারমান
চিনা	কাস্টারমান/চায়না চিলড্রেন পাবলিশিং
কর্সিকান	কাস্টারমান
ড্যানিশ	কার্লসেন
ডাচ	কাস্টারমান
ইংরেজি	এগমন্ট ইউ কে লি./লিট্‌ল, ব্রাউন অ্যান্ড কোং
এসপারান্তো	এসপারেন্টিক্স/কাস্টারমান
ফিনিশ	ওতাভা
ফরাসি	কাস্টারমান
গালো	রু দে স্ক্রিব
গোমে	কাস্টারমান
জার্মান	কার্লসেন
গ্রিক	কাস্টারমান
হিব্রু	মিজরাহি
ইন্দোনেশীয়	ইন্দিরা
ইতালীয়	কাস্টারমান
জাপানি	ফুকুইনকান
কোরীয়	কাস্টারমান/সোল
লাতিন	এলি/কাস্টারমান
লুক্সেমবুর্গিস	অ্যাঁপ্রেমেরি স্যাঁ–পল
নরওয়েজিয়ান	এগমন্ট
পিকার	কাস্টারমান
পোলিশ	কাস্টারমান/মোতোপোল
পর্তুগিজ	কাস্টারমান
প্রভংসাল	কাস্টারমান
রোমঁশ	লিজিয়া রোমোঁতশা
রুশ	কাস্টারমান
সার্বো ক্রোয়েশিয়ান	ডেকিয়ে নোভিন
স্পেনীয়	কাস্টারমান
সুইডিশ	কার্লসেন
থাই	কাস্টারমান
তিব্বতি	কাস্টারমান
তুর্কি	ইয়াপি ক্রেডি ইয়াইনলারি

ISBN 81-7215-574-3

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন
বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম,
যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি)
মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও
তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে
উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।
© চিত্র ১৯৪৮ এডিশান্স্, কাস্তারমান, প্যারিস ও তুর্নাই।
© পুনর্নবীকরণ ১৯৭৫, কাস্টারমান
© বাংলা তর্জমা ডিসেম্বর ১৯৯৫ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৯৬
নবম মুদ্রণ ফেব্রুয়ারি ২০১২
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯, ভারত
থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
নবমুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড
ব্লক সিপি ৪, সেক্টর ৫, সল্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৯১, ভারত থেকে মুদ্রিত।

২০০.০০

কালো সোনার দেশে

আসছি রে, বাবা, আসছি !
পোঁ
পোঁ
পোঁ
পোঁ
পোঁ
আধ গ্যালন তেল দাও !
তারই জন্য এত হুলুস্থুলু ?
লাইটারে দু'ফোঁটা তেল দিয়োতো !
দিচ্ছি জাহাঁপনা !
পোঁ
পোঁ
রেডিয়োটা চালাও ! গান শুনব !
চালাচ্ছি...
গাড়ি হলে দুম-ফট/ডেকে পাঠাও চটপট/অটোকার্টকে
গাড়ি হলে দুম-ফট-দুউম-ফট...
দুম
দুম

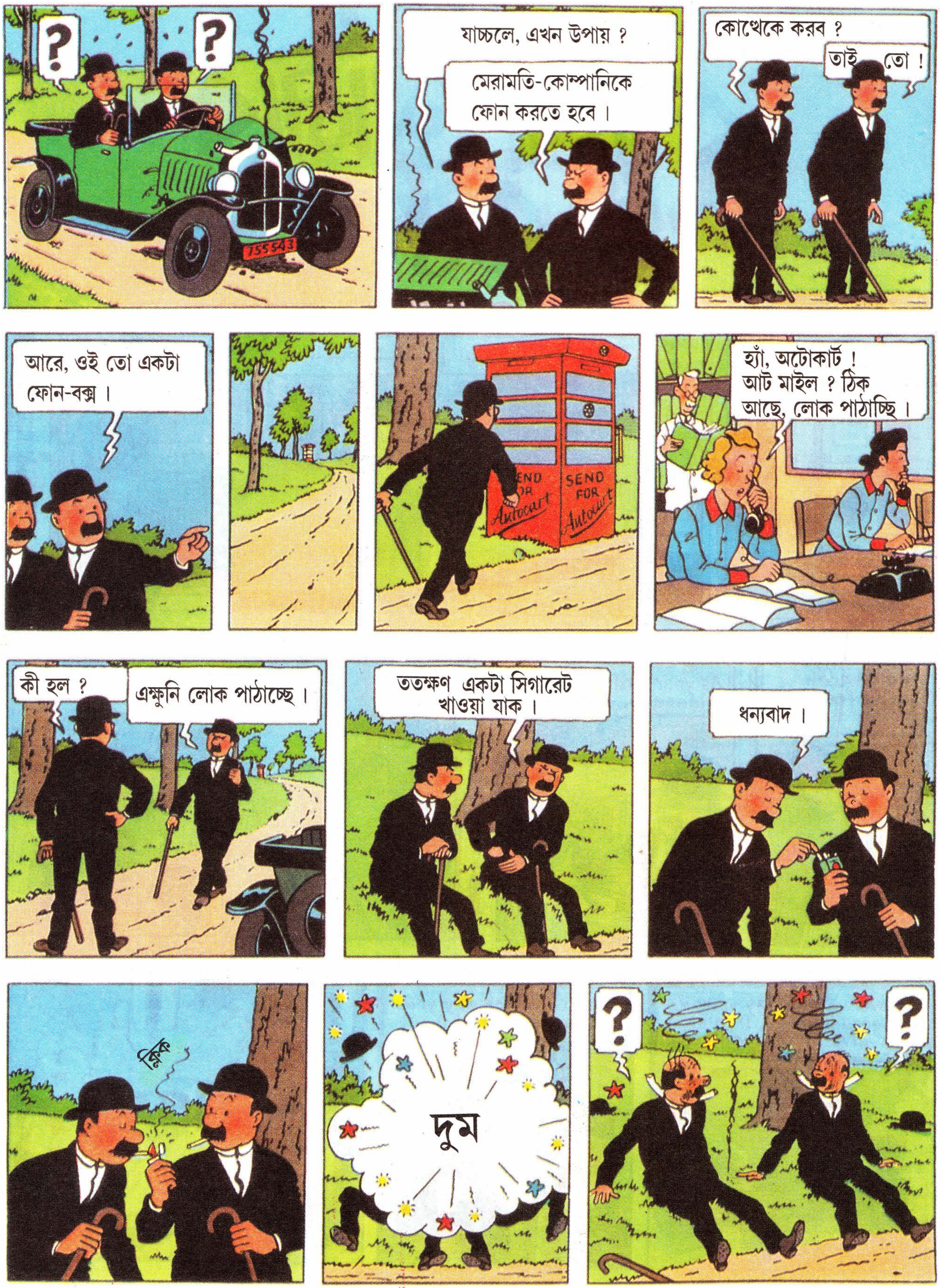
?
?
যাচ্চলে, এখন উপায় ?
মেরামতি-কোম্পানিকে ফোন করতে হবে ।
কোত্থেকে করব ?
তাই তো !
আরে, ওই তো একটা ফোন-বক্স ।
SEND FOR Autocart
SEND FOR Autocart
হ্যাঁ, অটোকার্ট ! আট মাইল ? ঠিক আছে, লোক পাঠাচ্ছি ।
কী হল ?
এক্ষুনি লোক পাঠাচ্ছে ।
ততক্ষণ একটা সিগারেট খাওয়া যাক ।
ধন্যবাদ ।
দুম
?
?

পরদিন সকালে...
"সঙ্কট আরও ঘনীভূত..." "যুদ্ধ কি শুরু হবে ?" "সৈন্যবাহিনীর প্রস্তুতি..." বাপ রে, এ যে ভীষণ ব্যাপার !
রিরিরিং রিরিরিং
কে ? ক্যাপ্টেন ? কী খবর ?
এইমাত্র নির্দেশ পেলাম, অমুক জাহাজের দায়িত্ব নিয়ে তমুক জায়গায় যেতে হবে,আর সময় নেই । বিদায় টিনটিন ।
আমার মনে হয়, ভয় পাওয়ার কিছু নেই ।
হ্যাল্লো !
কী খবর ?
অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে...
খুবই রহস্যজনক সব ব্যাপার ।
সত্যি? একটু খোলসা করে বলো তো !
গাড়িতে পেট্রোল নিয়ে তো এগোচ্ছি । এমন সময়, বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ...
দুম !
ব্যাপারটা দেখছি ছোঁয়াচে রোগের মতো ছড়াচ্ছে !
যা বলেছ !
শুধু কি তাই ?
প্রথমে তো গাড়ি দুম-ফট, তারপর আমার লাইটারও !
তবে কি পেট্রোল...
নিশ্চয়ই পেট্রোলে কিছু মেশানো ছিল ! কিন্তু কে মেশাল ? নিশ্চয়ই তারা, গাড়ি খারাপ হওয়ায় যাদের লাভ আছে । তারা কারা ?
গাড়ি যারা মেরামত করে, তারা । গাড়ি সারাইয়ের সবচেয়ে বড় কোম্পানি হল অটোকার্ট ।
!

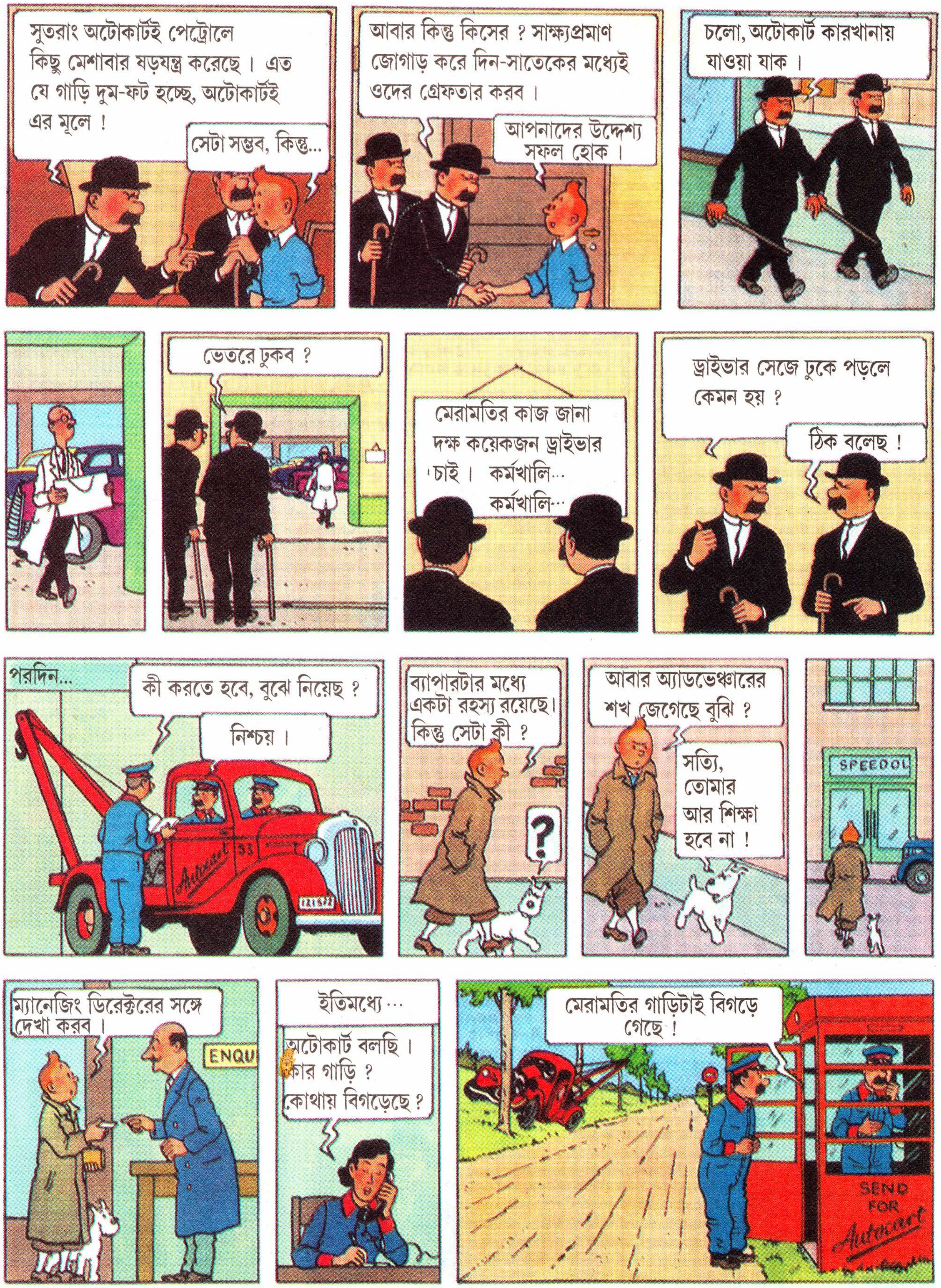
সুতরাং অটোকার্টই পেট্রোলে কিছু মেশাবার ষড়যন্ত্র করেছে। এত যে গাড়ি দুম-ফট হচ্ছে, অটোকার্টই এর মূলে !
সেটা সম্ভব, কিন্তু...
আবার কিন্তু কিসের ? সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করে দিন-সাতেকের মধ্যেই ওদের গ্রেফতার করব ।
আপনাদের উদ্দেশ্য সফল হোক ।
চলো, অটোকার্ট কারখানায় যাওয়া যাক ।
ভেতরে ঢুকব ?
মেরামতির কাজ জানা দক্ষ কয়েকজন ড্রাইভার চাই । কর্মখালি... কর্মখালি...
ড্রাইভার সেজে ঢুকে পড়লে কেমন হয় ?
ঠিক বলেছ !
পরদিন...
কী করতে হবে, বুঝে নিয়েছ ?
নিশ্চয় ।
Autocart
ব্যাপারটার মধ্যে একটা রহস্য রয়েছে। কিন্তু সেটা কী ?
?
আবার অ্যাডভেঞ্চারের শখ জেগেছে বুঝি ?
সত্যি, তোমার আর শিক্ষা হবে না !
SPEEDOL
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করব ।
ENQU
ইতিমধ্যে ...
অটোকার্ট বলছি । কার গাড়ি ? কোথায় বিগড়েছে ?
মেরামতির গাড়িটাই বিগড়ে গেছে !
SEND FOR Autocart

পেট্রোল নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু বলুন...
পরিস্থিতি গুরুতর !
পেট্রোলের বিক্রি দু' মাসে শতকরা ৬৫ ভাগ কমে গেছে ! আরও কমছে ! আজই সকালে...
SALES CHART
বিস্ফোরণের ভয়ে বিমান চলাচল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তেল কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দর হু হু করে নেমে যাচ্ছে। এ এক সর্বনাশা ব্যাপার।
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা ভাবুন। হঠাৎ যুদ্ধ বাধলে কী হবে ? প্লেন, ট্যাঙ্ক, কিচ্ছু চলবে না। সব অচল !
কিন্তু পেট্রোলে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটবার কারণ কী ?
কী জানি ! খনি, শোধনাগার—কোথাও কিছু ঘটেনি, তবু এই কাণ্ড ! এর মূলে রয়েছে অন্তর্ঘাত !
খনি, শোধনাগার, ডিপো—সর্বত্র নমুনা পরীক্ষা করেছি। কিস্‌সু হদিস মেলেনি। সেইজন্য এখন আমাদের গবেষণাগারে পেট্রোল নিয়ে পরীক্ষা চলছে।
দুম
?
?
বোধ হয় আর-একটা গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটল ! কী বলছিলুম ? ও, হ্যাঁ, আমাদের বিজ্ঞানীরা এখন পেট্রোল নিয়ে এমন পরীক্ষা চালাচ্ছেন, যাতে বিস্ফোরণ না ঘটে। পরীক্ষায় প্রায় সফলও হয়েছেন...
ওই বোধ হয় সাফল্যের খবর এল।
এলেই বাঁচোয়া!
রিরিরিং
রিরিরিং
কী বলছ ? ....কিচ্ছু হয়নি ? ঠিক আছে, হাল ছেড়ো না... আরও পরীক্ষা চালাও !
কী বললে ? ....পরীক্ষা চালানোর উপায় নেই ? ....কেন ?
বিস্ফোরণে আমাদের গবেষণাগারটাই ধ্বংস হয়ে গেছে !

পেট্রোলে কিছু নাকি মেশানো হয়নি। কিন্তু এমন-কিছু যদি মেশানো হয়, যার চিহ্ন থাকে না ?
GENERAL MOBILISATION
ওদিকে....অটোকার্টে....
আর মাত্র একটা সুযোগ দেব তোমাদের। যাও, কর্তার গাড়ির হাওয়া চেক করো।
FRIDAY
18
AUGUST
এখানে কাজ করাই ভাল। গোপন খবর মিলবে।
কী, গাড়ি রেডি ?
টায়ারের হাওয়া চেক করলেই রেডি হয়ে যাবে।
ম্যানেজার !
পেট্রোল-বিক্রি কমে গেছে, তাই না ?
হ্যাঁ, সার।
যুদ্ধ বাধলেই ব্যবসা-বাণিজ্য ডকে উঠে যাবে !
সেই রাত্রে...
ওই তেলের ট্যাঙ্ক!
?
পু-উ-উ-উ
SPEE

এই যে, এসেছ ! পেলে ?
হ্যাঁ, নাও ! টাকা এনেছ ?
নিশ্চয় !
কালই জাহাজ ছাড়ছে ?
হ্যা-হ্যা-হ্যা-
হ্যাঁ, 'স্পিড়ল্ স্টার' কাল বিকেলে ছাড়ছে !
হ্যাঁচ্চো !
কেউ কি নজর রাখছে নাকি ?
যাক, একটা কুকুর !
দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয় ! চলি !
বিদায় !
এবারে স্পিড়ল স্টার জাহাজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয় !
কে ? টিনটিন ? না, না, সেটা ঠিক হবে না...যে-কোনও মুহূর্তে যুদ্ধ লেগে যেতে পারে...কী বললে ? ...রেডিয়ো-অফিসার সেজে স্পিড়ল স্টার-এ থাকবে ? আচ্ছা,যা ভাল বোঝো !
পরদিন সকালে···
আপনিই নতুন রেডিয়ো-অফিসার ?
হ্যাঁ ।
কে, জনসন ? ...শোনো । স্পিড়ল স্টার জাহাজ আজ খেমেদের খেমিখল বন্দরের দিকে রওনা হচ্ছে । সেখানে আমির বেন কলিশ আজাদের সঙ্গে শেখ বাবেলের জোর ঝগড়া চলছে । খালাসি সেজে তোমরা এই জাহাজে উঠে সেখানে যাও । ...হ্যাঁ, হ্যাঁ, চোখ-কান খোলা রাখবে ।
শুনলে ?
হ্যাঁ, তৈরি হয়ে বেরোতে হয় ।

আমাদের কেবিন কোথায় হে?
ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয় শেখোনি ?
ভোঁ-ও-ও-ও
লাথি মারল ?
হ্যাঁ, লাথি মারল ! ক্যাপ্টেনটা দেখছি মহা অসভ্য !
কিন্তু আমরা যে লাথি খেয়েছি, কাউকে সেটা জানানো ঠিক হবে না !
16
আরে, কাল রাত্তিরেএই কুকুরটাকেই দেখেছিলাম না ?

সেই কুকুর এখানে কেন ? সাবধানে থাকতে হবে !
জিনিস লুকোবার আরও ভাল জায়গা চাই !
এই, তুই কে ?
কে, কী, কেন, কবে, কোথায় !
পুলিশ ?
নিশ্চয়ই । তা তুমি কী করে বুঝলে ভাই ?
আরে, আমি যে নৌবাহিনীর গোয়েন্দা-বিভাগের লোক !
আর আমরা হচ্ছি জনসন আর রনসন !
ঠিক আছে । আমার কিছু গোপন নথিপত্র তোমাদের কাছে জমা রাখতে পারি ?
নিশ্চয়ই !
বাঁচা গেল ! এখন...
খেমিখলে পৌঁছে তোকে আর তোর কর্তাকে শায়েস্তা করব ।
নাঃ, এক্ষুনি বিহিত করতে হচ্ছে !
...জোর সৈন্য-সমাবেশ চলছে... প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, বিশ্ব-পরিস্থিতি খুবই সঙ্কটজনক, তবে সরকার...
অবস্থা ক্রমেই খারাপ হচ্ছে... হঠাৎ না যুদ্ধ বেধে যায় !
আরে, কুট্টুস কোথায় গেল ? ...কুট্টুস ! কুট্টুস !
আরে, হাড় !
গরর গরর !
ভৌ ভৌ !
ঘোঁ ঘোঁ ঘ্যাক্ !

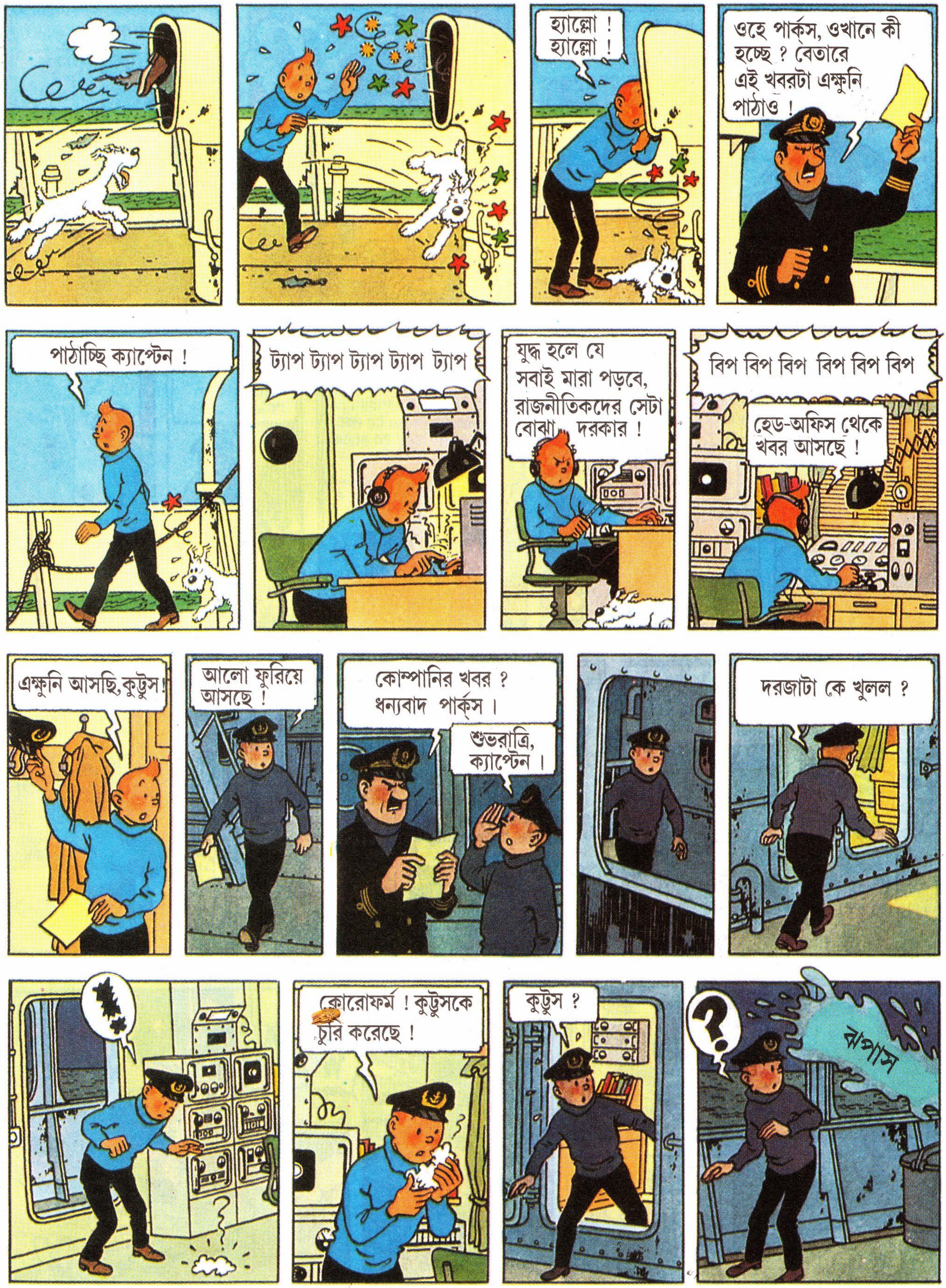
হ্যাল্লো ! হ্যাল্লো !
ওহে পার্কস, ওখানে কী হচ্ছে ? বেতারে এই খবরটা এক্ষুনি পাঠাও !
পাঠাচ্ছি ক্যাপ্টেন !
ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ ট্যাপ
যুদ্ধ হলে যে সবাই মারা পড়বে, রাজনীতিকদের সেটা বোঝা দরকার !
বিপ বিপ বিপ বিপ বিপ বিপ
হেড-অফিস থেকে খবর আসছে !
এক্ষুনি আসছি, কুট্টুস !
আলো ফুরিয়ে আসছে !
কোম্পানির খবর ? ধন্যবাদ পার্ক্স ।
শুভরাত্রি, ক্যাপ্টেন ।
দরজাটা কে খুলল ?
ক্লোরোফর্ম ! কুট্টুসকে চুরি করেছে !
কুট্টুস ?
ঝপাস

যাক, কুট্টুস নয় !
কিন্তু, কুট্টুস কোথায় ?
পাজি, ইঁদুর, মেরে শেষ করব !
আরে !
শেষ করব !
খবর্দার !
কুট্টুস, ভয় নেই ! আমি এসেছি !
গেলুম !
সত্যি ইঁদুর !
এইবার !
এসো বাছাধন....
মানে...আমি ঠিক...ইয়ে...

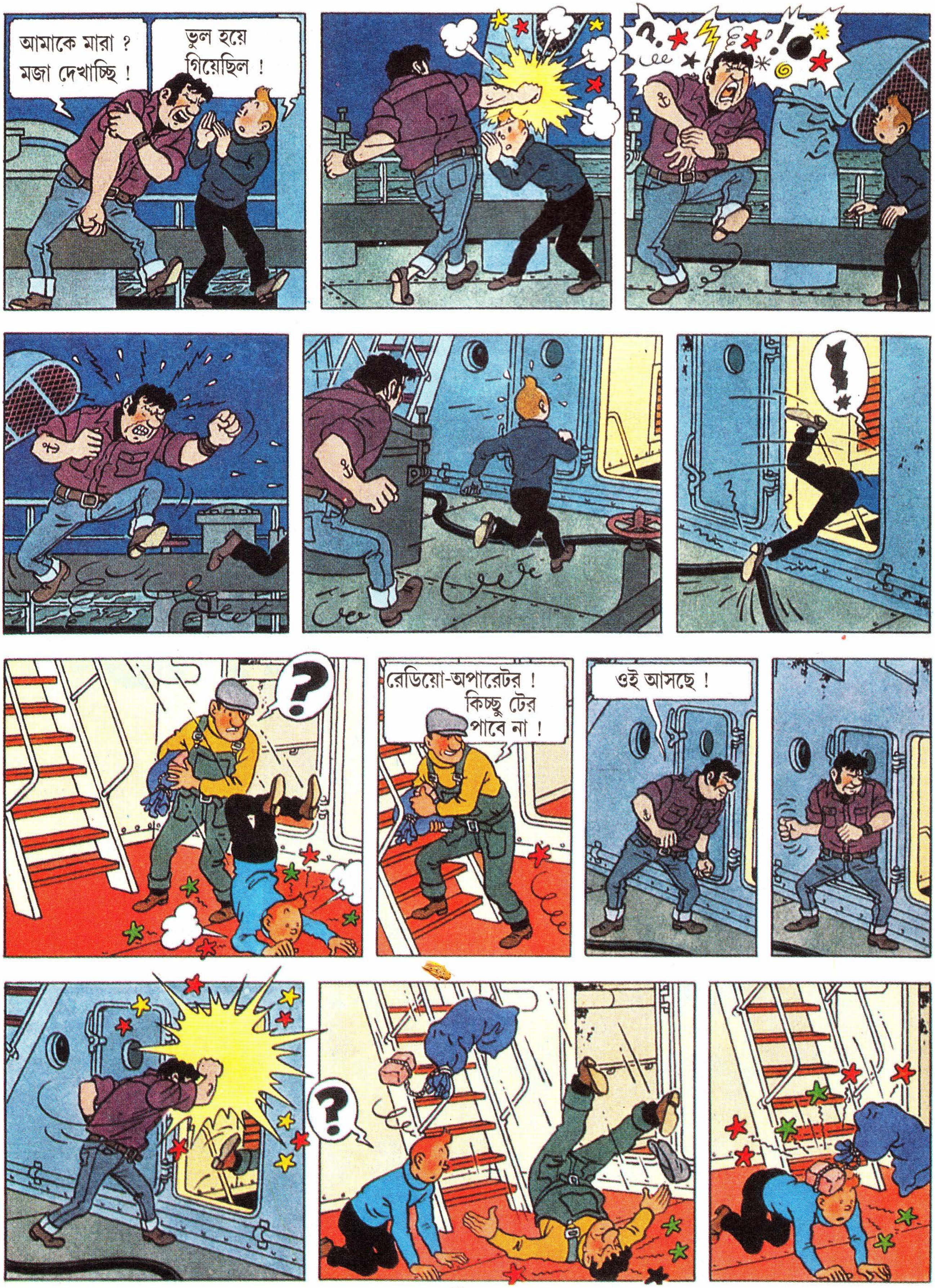
আমাকে মারা ?
মজা দেখাচ্ছি !
ভুল হয়ে গিয়েছিল !
রেডিয়ো-অপারেটর ! কিচ্ছু টের পাবে না !
ওই আসছে !

আরে !
এর মধ্যে...
কুট্টুস !
খুনি ! কুকুরটাকে তুই ডুবিয়ে মারতে যাচ্ছিলি ?
কার কুকুর ?
খুকুর কুকুর ঠাকুরপুকুর মেঘলা দুপুর...
?
দুপুরবেলা ঝুপুর-ঝুপুর টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়ে !
আরে, এর তো মাথাই ঠিক নেই !
এসো আমার সঙ্গে !
হ্যাঁ হ্যাঁ, সঙ্গে-সঙ্গে যাব !
ভীষণ ঝড়-জল !
যা বলেছ ! হাহা !
মানিকজোড়কে দেখেছ ?
অনেকক্ষণ থেকেই তারা বেপাত্তা !
জনসন ! রনসন !
জলে পড়ে গেল নাকি !
জাহাজডুবির আগে তুমিও এসো, মেট !
!

পরদিন সকালে...
যাক, ঝড় কেটেছে !
কেমন দেখছেন, ডাক্তার ?
কথাবার্তা এখনও খাপছাড়া...
খাপছাড়া, হাঁফ ছাড়া, সাপ মারা শক্ত !
নাঃ, ওর কাছে কিছু জানা যাবে না !
দিন কয়েক বাদে...
ওই তো খেমিখল !
পুলিশের লঞ্চ আসছে !
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে, তাতে কড়াকড়ি স্বাভাবিক...
আমরা পুলিশ, জাহাজ তল্লাশ করব ।
বেশ তো ।
আমরা এই কেবিন তল্লাশ করব ।
করুন !
তোমাদের ব্যাগ খোলো !
খবর ঠিক ! কোটের হুকের পেছনে !
!
?

রেডিয়ো-অফিসারের কেবিনে এই কাগজপত্র লুকনো ছিল !
বটে ?
হুম, শেখ বাবেলকে অস্ত্র জোগানো হচ্ছে !
আমি এ-বিষয়ে কিচ্ছু জানি না...
চলো আমাদের সঙ্গে !
যাচ্ছিই তো !
এরা নাকি পুলিশ ! তা হলে এদের ব্যাগে নিষিদ্ধ মাদক এল কোত্থেকে ?
বটে ?
নৌবাহিনীর এক গোয়েন্দা এই প্যাকেটটা আমাদের রাখতে দিয়েছিল ।
গোয়েন্দাটি কোথায় ?
জাহাজেই আছে... কিন্তু খাপছাড়া কথা বলছে ।
অর্থাৎ পাগল সাজছে । কিন্তু তাতে সুবিধে হবে না ।
ভুল পথে পা বাড়িয়েছি !
তিনটেকেই আটক করো । পরে জেরা করব ।
কিন্তু...
মানে...
কে ওরা ?
দু'জন চোরাইচালানদার । আর ওই ছোকরাটির সঙ্গে বাবেলের যোগ রয়েছে ।
ক্ষমতা পেলে শেখ তোমাকে পুরস্কার দেবেন । এখন যাও ।
বাবেলকে খবর দিতে হচ্ছে !

সেই সন্ধ্যায়...
হুজুর, খেমিখলে একজন বিদেশি গ্রেফতার হয়েছে !
বটে ?
তার কাছে পাওয়া কাগজ থেকে মনে হয়, জাহাজে করে আপনার জন্য অস্ত্রশস্ত্র আসছে ।
লোকটাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এসো ।
পরদিন সকালে...
এসো, জেলখানায় নিয়ে তোমাকে জেরা করা হবে ।
ওই তো ! আস্তে চালাও !
এই যে !
তাড়াতাড়ি!

ইতিমধ্যে...
সব ঠিক আছে। তোমরা যেতে পারো।
টিনটিনের কী হবে ?
বাবেলের লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে গেছে।
বাবেল শেখের আস্তানার হদিস পেলে এক লাখ টাকা পুরস্কার মিলবে, বুঝলে ?
বলো কী ! আর যদি তাকেই আমরা গ্রেফতার করি ?
অত সহজ নয়। এখন যাও।
পরদিন সকালে...
এক লাখ ! বাস্ রে !
বিদেশিকে ধরেছি !
নিয়ে এসো !
বিদেশি বন্ধু, ধন্যবাদ। তা অস্ত্রশস্ত্র কোথায় ?
কিসের অস্ত্র ?
জাহাজ-ভর্তি অস্ত্র। তুমি যার খবর এনেছ।
আমি ? যাব্বাবা !
তুই মিথ্যে খবর দিয়েছিস !
প্রহরী তো ওই কথাই বলল !
ও, আমার ঘরের কাগজে হয়তো ওই খবর ছিল। তবে কিনা সে-কাগজ আমার নয়। কার, তাও জানি না !
ফন্দি করে আমার আস্তানার খোঁজ বের করেছ ! এবারে আমাকে ধরিয়ে দেবে, না ? সেটি হচ্ছে না। তুমি এখন বন্দি।
?

একে বাঁধো। পাহারা দাও।
গোঁ-ও-ও-ও-ও
প্লেন!
আমিরের প্লেন!
ওই তো শেখের আস্তানা!
দুম!
দুম!
দুম!
হোহো, ইশতেহার ছড়াচ্ছে। কিন্তু কে পড়বে! আমার শাগরেদরা তো নিরক্ষর।
! ! ! ! ! ! !
? ? ? ? ? ?
গালাগাল করছে! ছিঃ!
তাঁবু ওঠাও। দিন দুয়েকের মধ্যেই পাহাড়ি এলাকায় গা-ঢাকা দেব।
তুমি আমাদের বন্দি!
ইতিমধ্যে...

ঠিক পথে এগোচ্ছি তো ?
নিশ্চয় !
নাক-বরাবর যেতে বলেছিল ।
তাই তো যাচ্ছি ! ওই দ্যাখো গাছ আর ডোবা ।
ওইখানে থেমে রেডিয়েটরে জল ভরব ।
? ?
যাব্বাবা ! মরীচিকা !
তাই তো ! অদ্ভুত ব্যাপার !
যাক গে, সিধে চালিয়ে যাই...
ওই দ্যাখো তেল অল এসদি শহর ! ওখানে থেমে জল খেয়ে নেব !
ঠিক বলেছ !
যাব্বাবা ! এটাও মরীচিকা !
মনে হচ্ছে সামনের এই গাছটাও মরীচিকা !

আচ্ছা বিপদে পড়া গেল !
পরদিন সকালে...
যাক, গাড়িটাকে সারানো গেছে !
যাওয়া যাক !
দ্যাখো !
একটা হ্রদ !
একটা হ্রদ ! চান করব !
খুব সাঁতার কাটব।
সাঁতারে আমি দারুণ পটু !
দেখা যাবে !
যাচ্চলে ! আবার মরীচিকা !
তাই তো মনে হচ্ছে !

ওদিকে...
ওই তো বির খেগের জলকুণ্ড !
তাই তো !
উঃ, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে !
জল শুকিয়ে গেছে !
এগিয়ে চলো সবাই !
?
বন্দি অজ্ঞান হয়ে গেছে !
বাঁধন খুলে ওকে ফেলে দাও !
ওরে পাজি ! ওরে খুনি !

টিনটিন তো বেঁচে গেল, কিন্তু মানিকজোড় কোথায় ?
রহস্য ! আরও রহস্য !

জ্ঞান ফিরেছে !
আমি কোথায় ? কী হয়েছিল ? মনে পড়েছে ।
ওরা ভেবেছিল, আমি মরে যাব !
অনেক ঘণ্টা বাদে...
তেলের পাইপ ! খেজুর গাছ ! মরূদ্যান !
মরীচিকা নয়তো !
জল ! উঃ ভগবান !
আঃ ! প্রাণটা ঠাণ্ডা হল !
ওদিকে, কয়েক মাইল দূরে...
জল ? না কি এটাও মরীচিকা ?
আমার তো মনে হয়, সত্যিই জল । ঘুরে যাওয়া ভাল ।
ঘুরে যাব ? কেন ? এটাও মরীচিকা । দ্যাখো, সরাসরি গাড়ি চালিয়ে দিচ্ছি !
!
!
দেখলে তো ?

জলের অন্য নাম সত্যি জীবন !
এবারে কিছু খাওয়া দরকার !
খেজুর গাছ !
পড় !
কী পড়বে ? খেজুর !
যাচ্ছলে !
পেট ভরে খেজুর খা কুট্টুস । রাতটা এখানেই কাটাতে হবে ।
দূর দূর ! একটা রামছাগলের ঠ্যাং পেলে দিব্যি হত !
সেই রাত্তিরে...
উঃ, কী শীত রে বাবা !
শব্দ কিসের !
?
ঘোড়সওয়ার ! ভয় নেই কুট্টুস, ওরা আমাদের উদ্ধার করবে !
না কি ওরাও দস্যু ? লুকিয়ে-লুকিয়ে বরং নজর রাখা যাক !
ঘোড়া থেকে সবাই নামল !
আমেদ, তুমি ঘোড়া পাহারা দাও, আর তোমরা দু'জন আমার সঙ্গে এসো !
গলাটা চেনা-চেনা লাগছে ।
ব্যাপার কী ?
যা করবার তাড়াতাড়ি করো !
তেলের পাইপের কাছে ওরা কী করছে ?

লোকগুলো দৌড়ে চলে আসছে কেন?
?
দুম
এ কী, ওরা তো তেলের পাইপ উড়িয়ে দিল !
ঘোড়ায় চড়ে পালাও !
গলাটা আমার চেনা !
ও-লোকটা রয়ে গেল কেন ?
রেকাব বিগড়েছে বোধ হয় !
আয় কুট্টুস ! দেখি ওকে ঘায়েল করা যায় কি না !
সত্যি, টিনটিনকে নিয়ে আর পারি না !
আমেদ কোথায় ? পিছিয়ে পড়ল নাকি ?
ওই তো আসছে ! নাও, ঘোড়া ছোটাও !

ইতিমধ্যে...
বারো-নম্বর পাম্পিং স্টেশনে তেল আসছে না। পাইপ ভেঙেছে। তাড়াতাড়ি মেরামতির লোক পাঠাও!
কী জানি পাগলামি করছি কি না! কিন্তু আর-কোনও উপায়ও তো নেই!
এগারো আর বারো নম্বর পাম্পিং স্টেশনের মধ্যে পাইপ ভেঙেছে। মেরামতির জন্য এইমাত্র রওনা হল!
এখান থেকে আমরা দু' দলে ভাগ হয়ে যাব। আমেদ আমার সঙ্গে থাক।
গলাটা আমার চেনা!
ওহে!
আমার ঘোড়াটা ধরো, আমি এক্ষুনি আসছি!
?

আরে, এ তো ডঃ মুলার !
কী করছে এখানে ?
গেল কোথায় ?
ক্র্যাক
আমেদটা তা হলে গুপ্তচর ! আমার ওপরে নজর রাখছিল !
আরে, আমেদ কোথায়, এ তো টিনটিন !
টিনটিন এখানে কেন ? জ্ঞান ফিরলে ওকে জেরা করতে হবে !
এবারে তোমাকে শেষ করে ছাড়ব, টিনটিন !
একটা গাড়ির শব্দ পেলুম যেন !
জিপ ! অর্থাৎ আমার পেছনে লোক লেগেছে !

ঘোড়াগুলোকে দেখলেই আমার হদিস পেয়ে যাবে !
টিনটিনকে গুলি করলে ওরা শব্দ শুনে ফেলবে । পরে মারব ।
যাক, লোকগুলো চলে গেছে !
এইবারে টিনটিনকে যমালয়ে পাঠাব !
আরে !
!
দুম !
খুব বেঁচে গেছি !
দুম !
দুম !
দুম !
দুম !
দুম !
ব্যাপার কী ?
দুম !
আর গুলি চলছে না ! কী করছে লোকটা ?
ঘোড়ার খুরের শব্দ !
আরে, লোকটা যে দুটো ঘোড়া নিয়েই সরে পড়ল ।
কী করি এখন ?
চল কুট্টুস... ঘোড়ার পায়ের...
ছাপ অনুসরণ করে এগোই...
ব্যাটাকে পেলে ওর প্যান্টলুন কামড়ে ছিঁড়ে দেব !

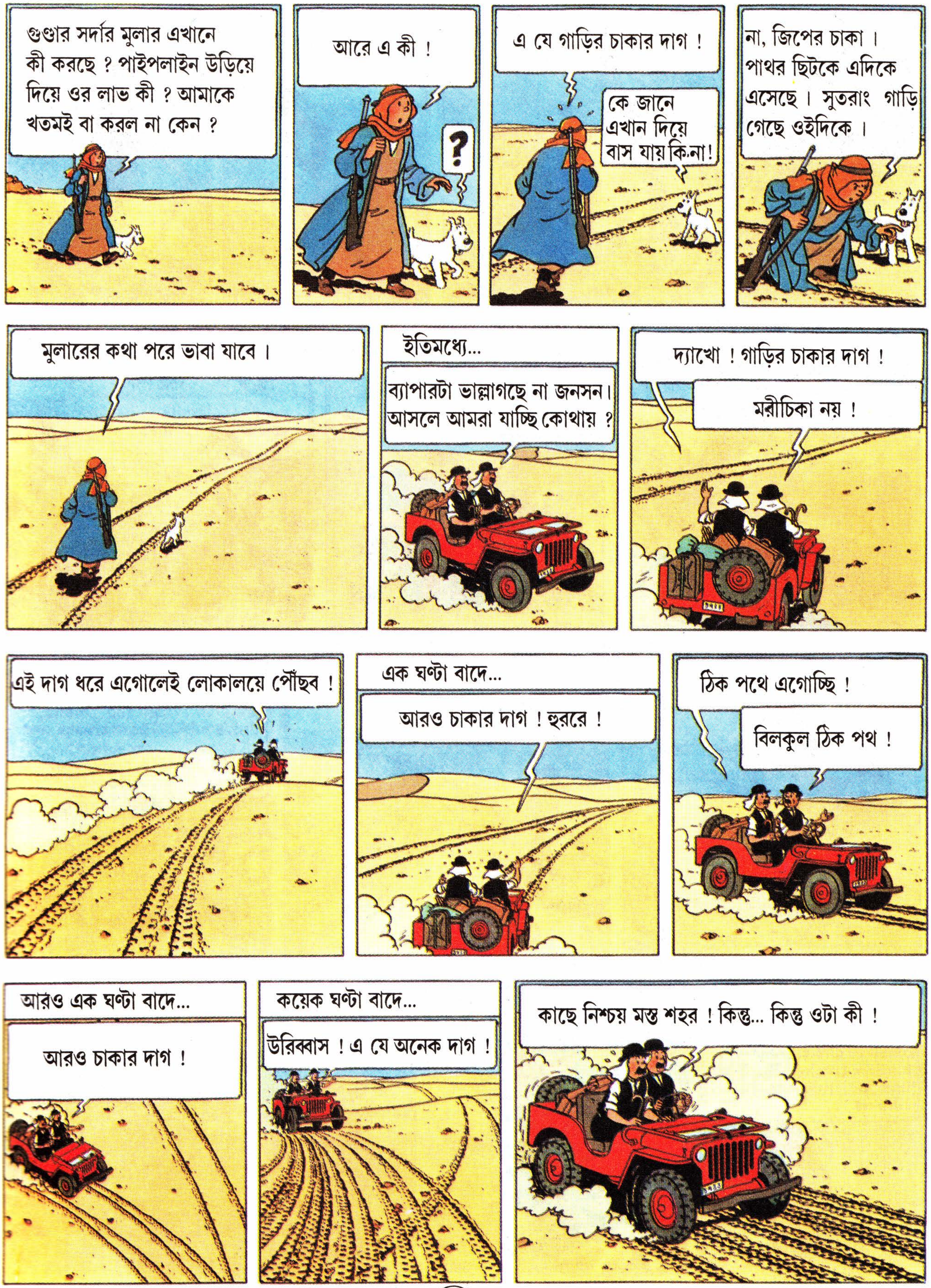

গুণ্ডার সর্দার মুলার এখানে কী করছে ? পাইপলাইন উড়িয়ে দিয়ে ওর লাভ কী ? আমাকে খতমই বা করল না কেন ?
আরে এ কী !
?
এ যে গাড়ির চাকার দাগ !
কে জানে এখান দিয়ে বাস যায় কি-না!
না, জিপের চাকা। পাথর ছিটকে এদিকে এসেছে। সুতরাং গাড়ি গেছে ওইদিকে।
মুলারের কথা পরে ভাবা যাবে।
ইতিমধ্যে...
ব্যাপারটা ভাল্লাগছে না জনসন। আসলে আমরা যাচ্ছি কোথায় ?
দ্যাখো ! গাড়ির চাকার দাগ !
মরীচিকা নয় !
এই দাগ ধরে এগোলেই লোকালয়ে পৌঁছব !
এক ঘণ্টা বাদে...
আরও চাকার দাগ ! হুররে !
ঠিক পথে এগোচ্ছি !
বিলকুল ঠিক পথ !
আরও এক ঘণ্টা বাদে...
আরও চাকার দাগ !
কয়েক ঘণ্টা বাদে...
উরিব্বাস ! এ যে অনেক দাগ !
কাছে নিশ্চয় মস্ত শহর ! কিন্তু... কিন্তু ওটা কী !

এক টিন পেট্রোল !
মুফতে এক টিন পেট্রোল পাওয়া গেল ।
আমাদের টিনটা ঠিক আছে কি না দেখি ।
যাচ্চলে !
আমাদের টিনটাও রাস্তায় পড়ে গেছে !
যাচ্চলে ।
চলো, পেছনে যাওয়া যাক । খুঁজে দেখি ।
তা তো যেতেই হবে ।
কাছেপিঠেই পড়েছে নিশ্চয় ।
এক ঘণ্টা বাদে...
কুট্টুস, এ যে অনেক চাকার দাগ !
কিন্তু দাগগুলো যে হুবহু এক রকমের !
তা হলে কি...
হুঁ, তা-ই । নিশ্চয়ই কেউ পথ হারিয়ে একই জায়গায় বারবার ঘুরপাক খাচ্ছে !
?
আরে, বালির ঝড় উঠল যে ! সর্বনাশ !

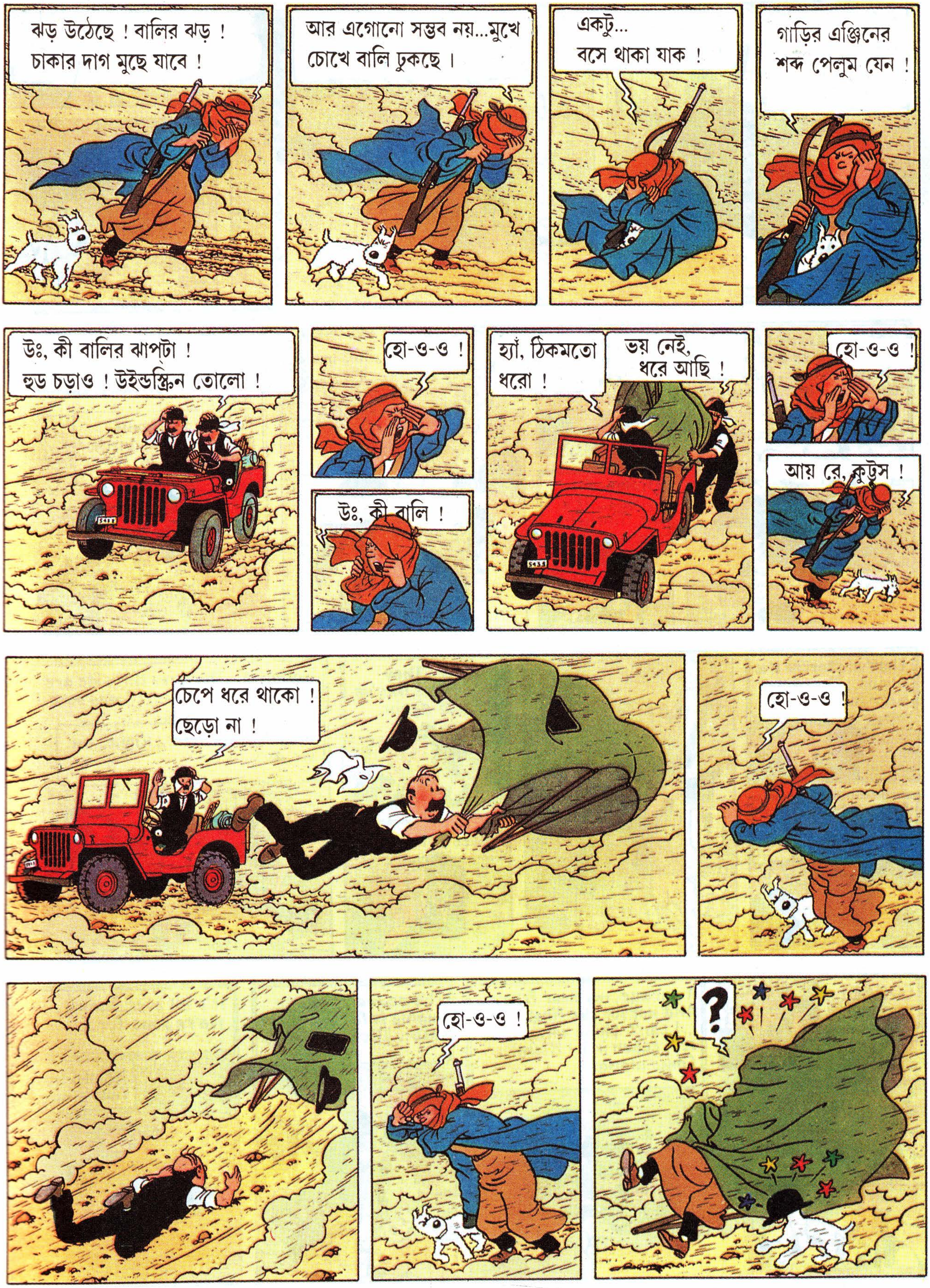
ঝড় উঠেছে ! বালির ঝড় ! চাকার দাগ মুছে যাবে !
আর এগোনো সম্ভব নয়...মুখে চোখে বালি ঢুকছে !
একটু... বসে থাকা যাক !
গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ পেলুম যেন !
উঃ, কী বালির ঝাপ্টা ! হুড চড়াও ! উইন্ডস্ক্রিন তোলো !
হো-ও-ও !
উঃ, কী বালি !
হ্যাঁ, ঠিকমতো ধরো !
ভয় নেই, ধরে আছি !
হো-ও-ও !
আয় রে, কুট্টুস !
চেপে ধরে থাকো ! ছেড়ো না !
হো-ও-ও !
হো-ও-ও !
?

ব্যাপার কী !
আরে, এ তো মানিকজোড়ের টুপি ! ওরা কি এখানে ?
হো জনসন !
জনস—ন ! আমি টিনটিন !
টিনটিন !
?
এই, কিছু শুনতে পাচ্ছ ? কে যেন চেঁচাল না ?
ধুত্, এটাও মরীচিকা । এখন চলো তো ।
এঞ্জিন স্টার্ট করেছে কিছু শোনেনি !
বন্দুক ছুঁড়লে নিশ্চয় শুনবে !
গুড়ুম !
শুনেছে ! এঞ্জিন বন্ধ করেছে !
হো জনসন !
না না, টায়ার তো ফাটেনি ! ঠিকই আছে !
তা হলে শব্দ হল কিসের ?
হো জনসন !
...সন !
?
?
দূর দূর, এ সবই মরীচিকার ব্যাপার ! চলো,এগোনো যাক !
এঞ্জিনের শব্দ...মিলিয়ে যাচ্ছে...ওরা চলে গেল !
আর কোনও আশা নেই, কুট্টুস !
অ্যাঁ, বলো কী !

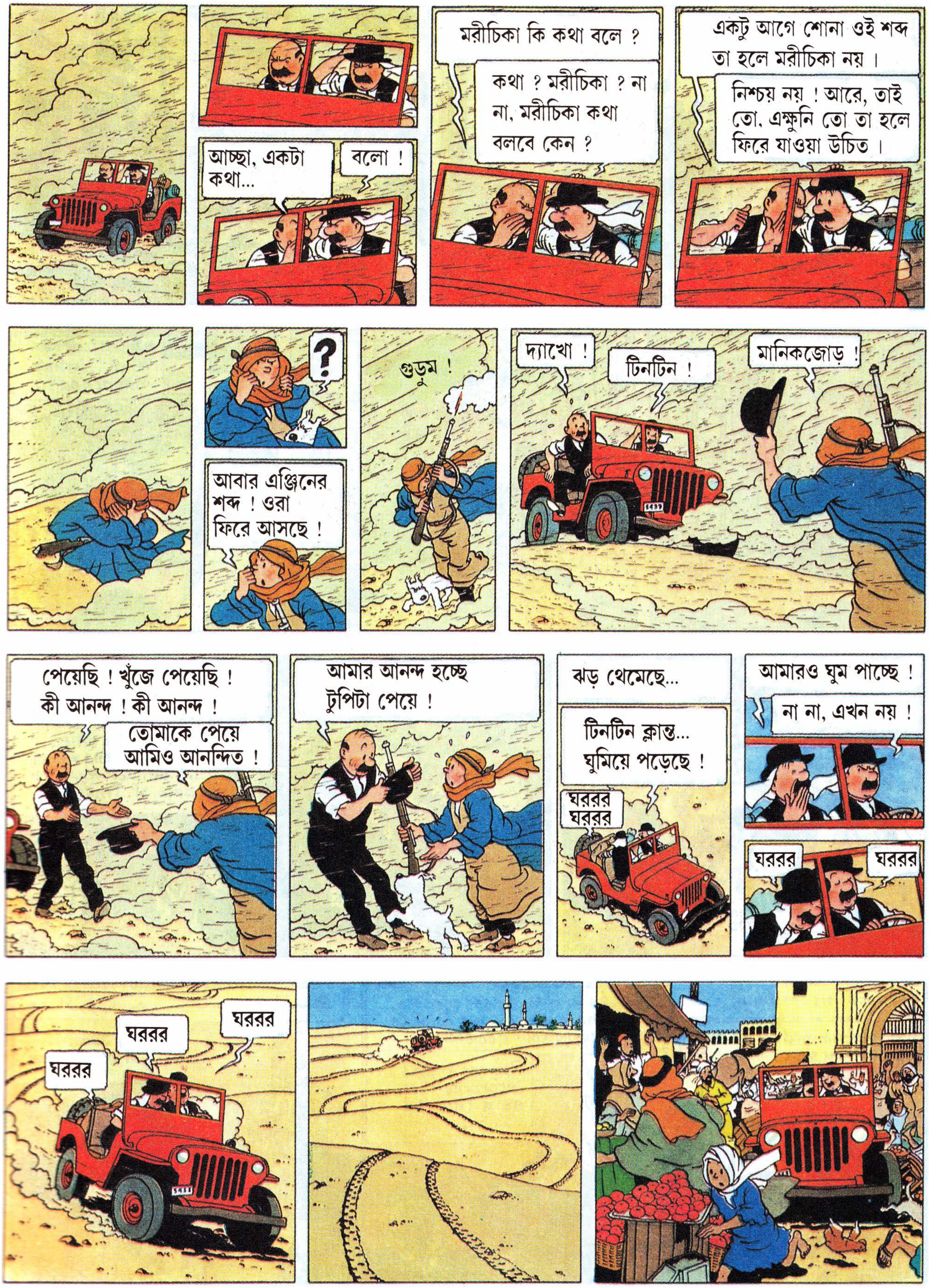

আচ্ছা, একটা কথা...
বলো !
মরীচিকা কি কথা বলে ?
কথা ? মরীচিকা ? না না, মরীচিকা কথা বলবে কেন ?
একটু আগে শোনা ওই শব্দ তা হলে মরীচিকা নয় ।
নিশ্চয় নয় ! আরে, তাই তো, এক্ষুনি তো তা হলে ফিরে যাওয়া উচিত ।
?
আবার এঞ্জিনের শব্দ ! ওরা ফিরে আসছে !
গুড়ুম !
দ্যাখো !
টিনটিন !
মানিকজোড় !
পেয়েছি ! খুঁজে পেয়েছি ! কী আনন্দ ! কী আনন্দ !
তোমাকে পেয়ে আমিও আনন্দিত !
আমার আনন্দ হচ্ছে টুপিটা পেয়ে !
ঝড় থেমেছে...
টিনটিন ক্লান্ত... ঘুমিয়ে পড়েছে !
ঘররর ঘররর
আমারও ঘুম পাচ্ছে !
না না, এখন নয় !
ঘররর
ঘররর
ঘররর
ঘররর
ঘররর

কী ব্যাপার ? কিছু বুঝতে পারছ ?
ঘুমিয়ে পড়েছিলাম । কিন্তু টিনটিনের কী হল ?
পরদিন সকালে...
মহম্মদ বেন কলিশ এজাব, চুক্তিতে সই করবেন ?
না ।
এর জন্য আপনাকে না অনুতাপ করতে হয়, জাহাঁপনা !
তার মানে ? তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ ?
একজন বিদেশি দেখা করতে এসেছেন !
নিয়ে এসো !
?
!
মজা টের পাইয়ে দেব !
?
আসুন আমার সঙ্গে !
ভাগ্যিস আমাকে দেখতে পায়নি !

দুই কোম্পানির লড়াই শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছবে ? মানিকজোড়ের অদৃষ্টেই বা কী আছে ?

আমি যদি স্কোয়াল কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করি এক্ষুনি তবে হামলা থামবে। তবে আমি প্রোফেসর স্মিথের কথায় রাজি হচ্ছি না কেন ?
তাই তো, কেন ?
তুমি বিদেশি, তবু জেনে রাখো, রাজি না-হওয়ার কারণ আর কিছুই নয়, প্রোফেসর স্মিথ আর তার এই কোম্পানিটিকে আমি পছন্দ করি না।
তাই ?
কিন্তু, পাইপলাইনের ওপর হামলার ব্যাপারে কী যেন তুমি বলছিলে ?
পাইপ উড়িয়ে দিয়ে ফের ঘোড়ায় উঠল ওরা। লুকিয়ে-লুকিয়ে আমি দেখছিলুম, হঠাৎ...
জাহাঁপনা ! জাহাঁপনা !
কে আবার বিরক্ত করতে এল ?
জাহাঁপনা ! আপনার ছেলে...
আবার সে কী দুষ্টুমি করল ?
জাহাঁপনা, দুষ্টুমি নয়, তিনি নিখোঁজ !
হাহাহা ! আবদুল্লা নিখোঁজ ? অসম্ভব ! দ্যাখোগে, দুষ্টুমি করে কোথাও লুকিয়ে আছে ! বিশ্বাস হচ্ছে না ? বেশ, এসো আমার সঙ্গে।
বাগানে তিনি খেলছিলেন, হঠাৎ...
আরে, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ?
ছ' বছরের ছেলে। গত জন্মদিনে এই মোটরটা উপহার দিয়েছি।
আবদুল্লা ! ওরে আবদুল্লা ! কোথায় লুকিয়েছ মানিক ?
?
জাদু আমার বেরিয়ে এসো।
ওরে আমার দুষ্টু-সোনা !
মিষ্টি-সোনা !
ওরে পাজি, না-বেরোলে কিন্তু রেগে যাব।
আপনার ছেলের পরনে কি নীল পোশাক ছিল ?
না তো ! কী ব্যাপার ?

গাছের ডালে এই নীল কাপড়ের টুকরো। গাছের তলায় পায়ের ছাপ। নিশ্চয় কেউ গাছে উঠে লুকিয়ে ছিল।
তা হতে পারে।
মোটরগাড়িটা ঠেলা মেরে একপাশে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কী বলতে চাও তুমি ?
বলতে আমার সাহস হচ্ছে না। দেখি, আরও সূত্র পাওয়া যায় কিনা।
হুম ! আরও অনেক পায়ের দাগ।
দেওয়ালে পায়ের ছাপ ! এখানেই দেওয়াল ডিঙিয়েছিল !
কারা ডিঙিয়েছিল ?
যারা আপনার ছেলেকে চুরি করেছে !
কী বলছ ? আমার ছেলেকে চুরি করেছে ? অসম্ভব ! বিদেশি, সাবধান হয়ে কথা বলো !
এই, বেন কলিশ কোথায় গেল ?
একজন আগন্তুকের সঙ্গে কথা বলছে।
একজন অশ্বারোহী এই চিঠিটা আমাকে দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে মরুভূমির দিকে চলে গেল।
এ কী !
চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো !
?
আপনিই পড়ে শোনান।
তা হলে শোনো !
"ছেলেকে ফিরে পেতে হলে আরাবেক্স কোম্পানিকে খেমেদ থেকে তাড়ান !—বাবেল আর।"
এইরকমই ভাবছিলাম !

বাবেল আর ! ওরে পাজি । ওরে বদমাশের ব্যাটা ! ওরে জোচ্চোরের নাতি ! ধরতে পারলে আমি তোর ছাল ছাড়িয়ে নেব ।
এসো, আমার সামরিক উপদেষ্টার কাছে যাই ।
ওহো, তার গাড়ি !
!
ওহোহো, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ! ওরে আমার দুষ্টু-সোনা, ওরে আমার মিষ্টি-মানিক !
শান্ত হোন ।
ওহোহো ! কোথায় গেলি তুই আবদুল ।
ফিরে আয় জাদু ! হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
?
হ্যাঁচ্চো ! হ্যাঁচ্চো ! হ্যাঁচ্চো !
দুষ্টুটা আমার রুমালের মধ্যে নস্যি রেখে দিয়েছিল ! ওরে আমার মিষ্টি দুষ্টু রে !
ছেলেকে উদ্ধার করবার পরামর্শ চলছে...
ইউসুফ আমার সামরিক উপদেষ্টা । সিগারেট খাবে, টিনটিন ?
ধন্যবাদ । আমি ধূমপান করি না ।
ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তিনশো অশ্বারোহী বাবেলের খোঁজে রওনা হবে । বাবেলকে ধরতে পারলে...
ফট্
আসল চুরুট সরিয়ে পট্‌কা-চুরুট রেখে দিয়েছিল আমার ছেলে! কী মিষ্টি ছেলে !
সিগারেট খাওয়া যাক !
ফট্
পাজিটা সোব্রেনির জায়গাতেও পট্‌কা-সিগারেট রেখে দিয়েছিল দেখছি !

ঘণ্টা দুয়েক বাদে...
আশা করছি বাবেলের হাত থেকে আমার জাদু-সোনা আবদুল্লাকে ওরা উদ্ধার করে আনতে পারবে।
কিন্তু আমার ধারণা, বাবেল তাকে সরায়নি। এটা আর-কারও কাজ।
?
তা হলে বাবেল আমাকে অমন চিঠি লিখল কেন ?
কিন্তু হাতের লেখা যে বাবেলেরই, সে-বিষয়ে কি আপনি ?...
না, তা নই। কিন্তু আগে এ-কথা বলোনি কেন ? তা হলে তো অশ্বারোহীদের আমি পাঠাতুম না।
বলিনি, কারণ...
আসল অপরাধী জানুক যে, বাবেলকেই আমরা সন্দেহ করছি।
আসল অপরাধী কে, তুমি জানো ?
সম্ভবত জানি। তবে আবদুল্লাকে সে কোথায় লুকিয়েছে, তা জানি না ! আবদুল্লার কোনও ছবি আছে ?
ওই তো তার ছবি।
বড় শিল্পীর আঁকা। আবদুল্লার দুষ্টুমিতে...সে পাগল হয়ে যায়।
ওরে বাবা, এটাও পটকা-সিগারেট নয় তো ?
না না, আবদুল্লা নিশ্চয় অত দুষ্টু নয়।
এটা আবার কোথায় পেল ?

আবার বোকা বানাল ! ইস, এই জিনিসটা ও পেল কোথায় ?
তল্লাশ চালাতে হলে আমার কিছু ছদ্মবেশ চাই । আর চাই ডক্টর মুল... অর্থাৎ প্রোফেসর স্মিথ সম্পর্কে কিছু খবর ।
প্রোফেসর স্মিথ কি এ-ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন ?
হয়তো ।
প্রোফেসর স্মিথ একজন পুরাতাত্ত্বিক । তা ছাড়া তিনি স্কোয়াল কোম্পানির প্রতিনিধি !
তিনি কি এখানেই থাকেন ?
এখান থেকে কুড়ি মাইল দূরে ওয়াদেসদায় থাকেন ।
আর-একটা কথা...
দুম !
আবদুল্লার কাজ । সর্বত্র পটকা ছড়িয়ে রাখত ।
হুম !
একটা অনুরোধ ! আমার যে দুই বন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের যেন খুব যত্নে রাখা হয় । তবে কিনা দয়া করে এখনই তাদের ছাড়বেন না ।
পরদিন সকালে...ওয়াদেসদায়...
তা হলে ওটাই হচ্ছে প্রোফেসর স্মিথের আস্তানা...
হ্যাঁচ্চো !
সত্যি সর্দি ? না কি হাঁচবার গুঁড়ো ? পিছু নেওয়া যাক ।
হ্যাঁচ্চো !
এ কী !
এ কী !

আরে, এ যে সেনর অলিভিরা !
বেশ, তা হলে এটাই নিন !
কায়দা করে দিব্যি একটা বাজে জিনিস গছিয়ে দিল !
আবার আসবেন !
নিশ্চ... হ্যাঁচ্চো !
খুব সর্দি লেগেছে !
প্রোফেসর স্মিথের ভৃত্যদের মধ্যে অনেকেরই হঠাৎ সর্দি লেগেছে !
যাকগে, আপনি কী কিনবেন বলুন !
কিচ্ছু না। শুধু আপনাকে দেখে দোকানে ঢুকলুম সেনর অলিভিরা !
আরে, টিনটিন ! এই পোশাকে চিনতেই পারিনি !
এসো, তরমুজের রস খাওয়া যাক !
তা হঠাৎ এ-দেশে কেন ?
পুরাতত্ত্বের একটা ব্যাপারে এসেছি।
প্রোফেসর স্মিথও পুরাতাত্ত্বিক।
?
আচ্ছা, ওই স্মিথ মানুষটি কেমন ?
অতি কঠিন এবং নিষ্ঠুর মানুষ !
ঝড়াং—
ঝন-ঝনাত-ঝন
!
!
কাবার্ডের মধ্যে ইঁদুর-কলে বোধ হয় ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়েছে !
?

লাগেনি তো ?
ইঁদুর-কলে কুকুর ! যাচ্চলে...
খদ্দের এসেছে !
যান, আমি ইতিমধ্যে ঘর সাফ করি ।
যেমন দুষ্টু, তেমনই শাস্তি !
রেডিয়ো ! দেখি কোনও খবর মেলে কি না ।
ক্লিক
আলো জ্বলল না ! কী ব্যাপার !
ও, প্লাগ লাগানো হয়নি !
এবারে চলবে ।
ভৌ-ভৌ-উঁয়াও !
?
ভুল প্লাগ ! এটা দেখি !
এবার
আমি এক ছোট্ট মেয়ে... আমি এক...
!
দুষ্টু মেয়ে...আমি এক মিষ্টি মেয়ে...
চুঁইই...ক্র্যাক...চোঁওও... ক্র্যাক...চ্যাচ্যাচ্যা...চুঁই-ই...
এখন খবর শুনুন...
ইউরোপে মোটরগাড়িতে বিস্ফোরণের ঘটনা এখন আর ঘটছে না । কেন যে বিস্ফোরণ ঘটছিল, তা অবশ্য জানা যায়নি...
পেট্রোল-গবেষণা বিভাগের মিঃ পিটার ব্যারেট বলেন যে, এ-ব্যাপারে এখনও তদন্ত চলছে...

খবর শুনছ ?
হ্যাঁ, যুদ্ধের আশঙ্কা এখন কমেছে।
কী যেন বলছিলাম তখন ?
বলছিলেন যে, স্মিথ-লোকটি খুব নিষ্ঠুর !
নিষ্ঠুর, কিন্তু ধনী। আমার দোকান থেকে তিনি প্রচুর জিনিস কেনেন। আমির অবশ্য কিছু কেনেন না। কিন্তু তিনি চমৎকার লোক। তাঁর ছেলেটি অবশ্য বিচ্ছু। শুনলাম, তাকে যেন কারা চুরি করেছে।
খবরটা শুনেছি।
সেনর অলিভিরা, আপনি কি আমিরকে আপনার খদ্দের হিসেবে পেতে চান ?
নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু তার জন্য আমাকে কী করতে হবে ?
আমিরের ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্য স্মিথের বাড়িতে আমাকে ঢোকাতে হবে।
আরে, এ তো অতি সহজ কথা।
পরদিন সকালে...
সালাম আলেকুম, মুরাদ !
সা-আ-আ-হ্যাঁচ্চো !
ছেলেটা কে ?
আমার ভাগ্নে আলভারো...
পর্তুগাল থেকে এসেছে। তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলুম।
হ্যাঁচ্চো !
বাপ-মা-মরা ছেলে। এখানে আমার দোকানে থেকে কাজকর্ম শিখবে।
আমরা বড়রা কথা বলছি। যাও, তুমি একটু বাগানে গিয়ে খেলা করো।
যাচ্ছি মামা।
কিন্তু হ্যাঁ, দুষ্টুমি কোরো না। গোলমাল কোরো না। প্রোফেসর স্মিথ পড়াশোনা করছেন। তাঁকে বিরক্ত কোরো না।
ঠিক আছে।
যা করবার, চটপট করতে হবে।

ওইটে নিশ্চয় প্রোফেসর স্মিথের পড়ার ঘর...
দেখা যাক, লোকটা আছে কি না...
ঢিল ছুঁড়লেই বোঝা যাবে।
মনে হচ্ছে কেউ নেই।
আবার দেখি।
নাঃ, নেই ! যাক !
ঠিক আটকেছে ! কপাল ভাল !
ওঠা গেছে !
সাবধানে ঢুকতে হবে।
ওদিকে...
তারপর ওই আলভারোর বাবা তো একদিন ঘোর বিপদে পড়ল। ব্যাপারটা কী হয়েছিল জানো ?...
ঘর ফাঁকা...
দরজাটা বন্ধ করে রাখা ভাল...
?

দরজা বন্ধই ছিল, অথচ ঘরে লোক নেই, তাজ্জব ব্যাপার !
ডেস্কের কাগজপত্রগুলো পরীক্ষা করে দেখা যাক ।
কী আছে এর মধ্যে ?
খবরের কাগজের কাটিং !
বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্ত
আবার বিস্ফোরণ
তেলের অভাবে প্লেন অচল
পেট্রোল-রহস্য
কথা হচ্ছে, ডঃ মুলার এ-ব্যাপারে এত আগ্রহী কেন ?
হ্যাঁচ্চো !
?!
ফায়ারপ্লেসের ঢাকনা খুলে যাচ্ছে ! লুকোই !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো
ও, সুইচ টিপে গোপন-পথটা বন্ধ করে দিচ্ছে ।
হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাচ্চো ! উঃ কী পাজি ছেলে রে বাবা !
অনেক কষ্টে নস্যির কৌটোটা হাতিয়ে নিয়েছি ।
এগুলো পুড়িয়ে ফেলতে হবে...
কী লিখছে কে জানে...
তাড়াতাড়ি বেরোতে পারলে বাঁচি !

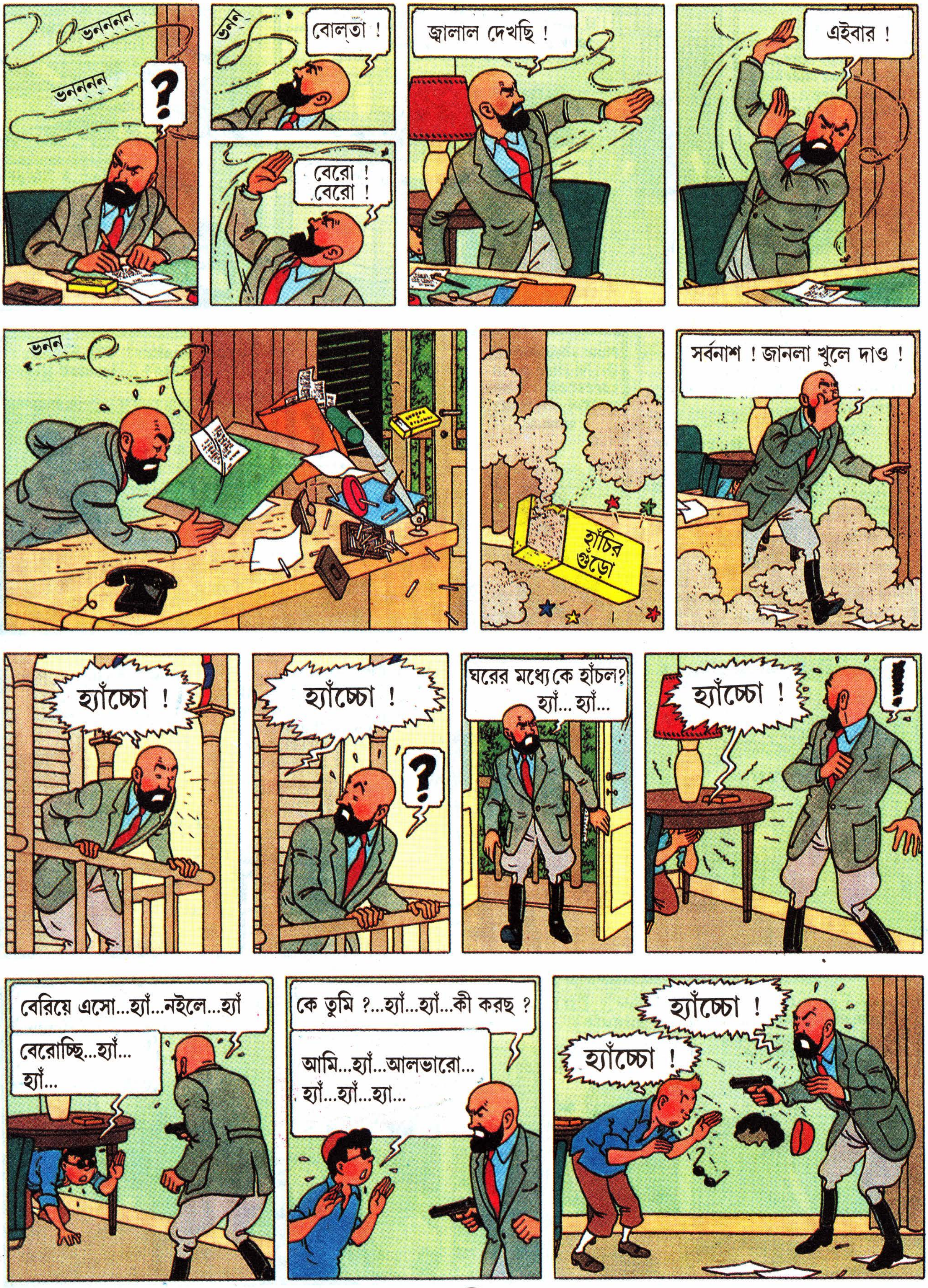
ভনননন
ভনননন
ভনন
বোল্‌তা !
বেরো !
বেরো !
জ্বালাল দেখছি !
এইবার !
ভনন
হাঁচির গুঁড়ো
সর্বনাশ ! জানলা খুলে দাও !
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !
ঘরের মধ্যে কে হাঁচল? হ্যাঁ... হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
বেরিয়ে এসো...হ্যাঁ...নইলে...হ্যাঁ
বেরোচ্ছি...হ্যাঁ... হ্যাঁ...
কে তুমি ?...হ্যাঁ...হ্যাঁ...কী করছ ?
আমি...হ্যাঁ...আলভারো... হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যা...
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁচ্চো !

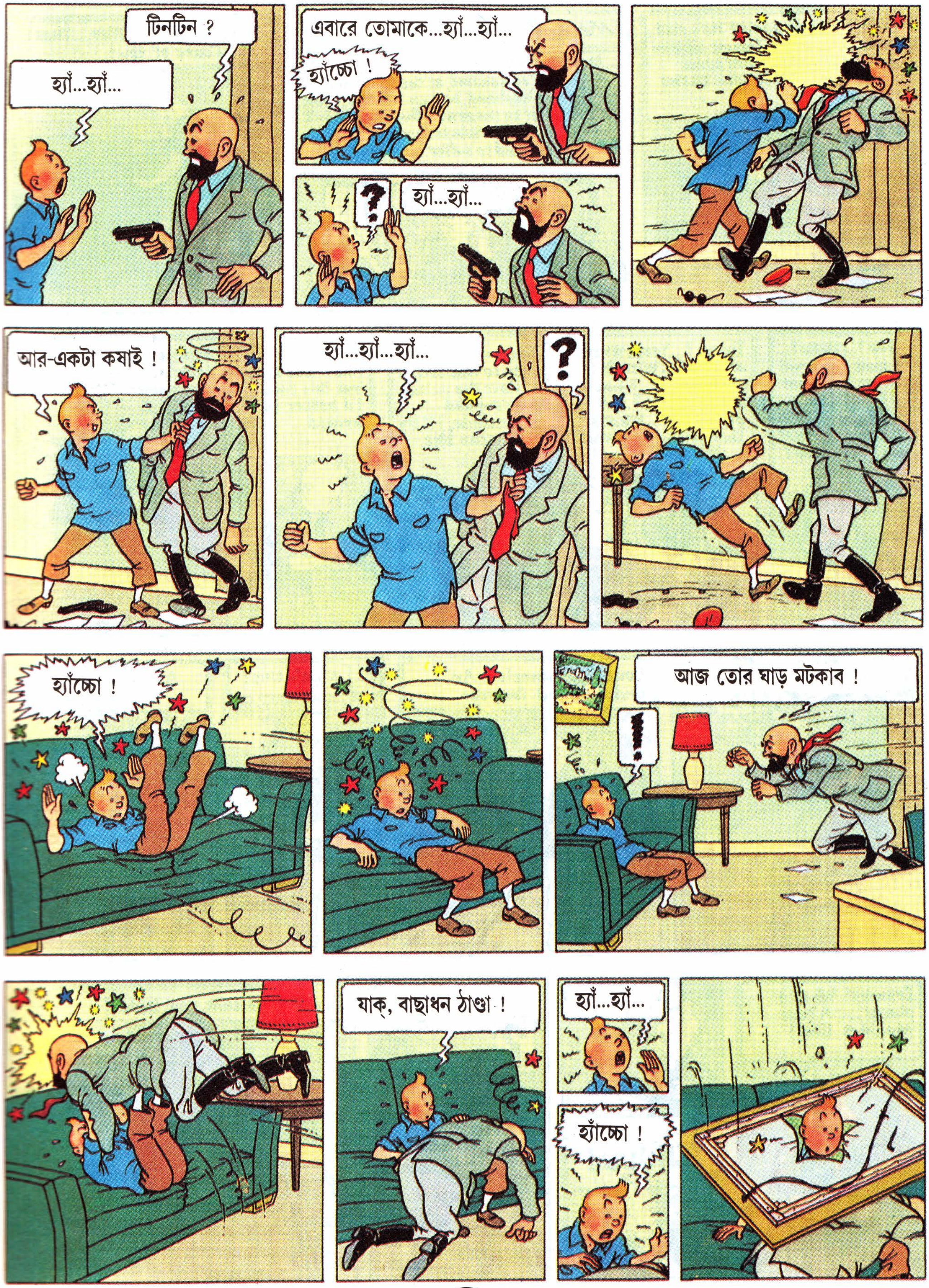
টিনটিন ?
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
এবারে তোমাকে...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
আর-একটা কষাই !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
আজ তোর ঘাড় মটকাব !
যাক, বাছাধন ঠাণ্ডা !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !

জোর বেঁচেছি । এখন হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে এটাকে কোথাও লুকিয়ে রেখে আমিরকে ফোন করি ।
ওদিকে, ভৃত্য-মহলে...
তারপরে তো মনের দুঃখে সাতানব্বই বছর বয়সে সেই মেয়েটা মারা গেল । তারপরে আর তার স্বামীও বেশিদিন বাঁচেনি । তাদের ছেলে তখন কী আর করে...
ডঃ মুলার, এইভাবেই এখন থাকো !
আমি আমিরের সঙ্গে কথা বলতে চাই ।
কে, টিনটিন ? আমার ছেলে স্মিথের বাড়িতে বন্দি ? হাঁচছ কেন ?
এক্ষুনি সৈন্য পাঠিয়ে বাড়িটা ঘেরাও করুন । আমি রাজপুত্রকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করছি ।
সশস্ত্র থাকা ভাল ।
এবারে দেখা যাক, নীচে কী আছে !
?
সুড়ঙ্গ ! মাটির নীচে দুর্গ !
এটা কী ?
বাঙ্কার !...
এখান থেকে গুলি চালানো যায় !
বাপ্ রে ! এ যে ম্যাজিনো লাইন !
হ্যাঁ...হ্যাঁ...হ্যাঁ...
হ্যাঁচ্চো !
কে ? কর্তা ?
?
কর্তা নাকি ?
হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

কেউ নেই ! আশ্চর্য !
অথচ কে যেন হাঁচল !
হাত তোলো ! নয়তো গুলি করব !
নড়বে না ! খবর্দার !
এবারে চলো, আমিরের ছেলের কাছে আমাকে পৌঁছে দাও ।
এই ঘরে রয়েছে...
তালা খুলে ঘরে ঢোকো !
ব্যস, এবারে একটু সরে গিয়ে হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকো !
আবদুল্লা, চটপট আমার সঙ্গে এসো, বাবার কাছে পৌঁছে দেব...
না না, বাবার কাছে যাব না । এ খুব মজার জায়গা। তুমি চলে যাও!
কিন্তু...
আবদুল্লা ! দরজা খোলো ! এখন দুষ্টুমির সময় নয় !
এইবার !

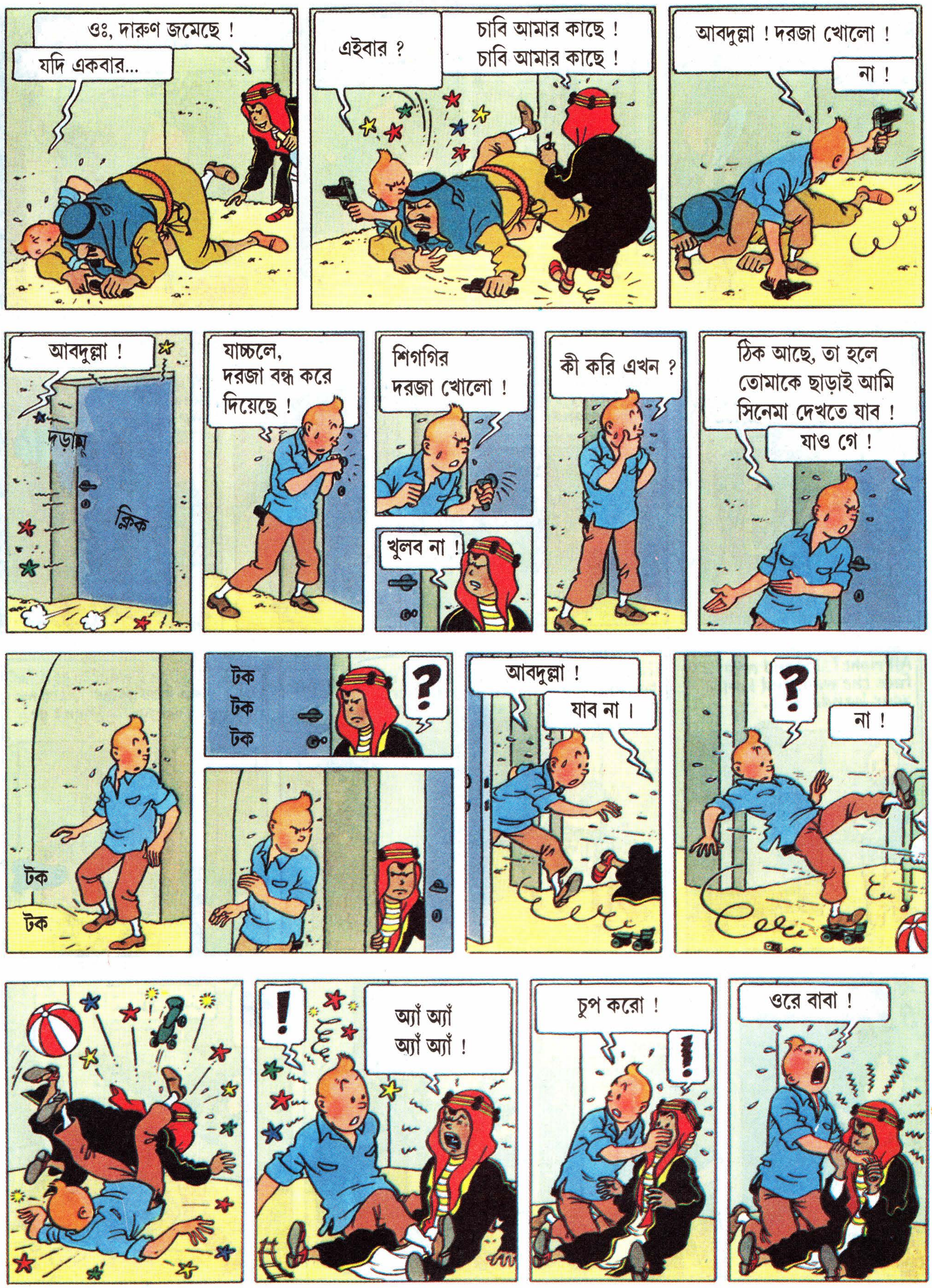
ওঃ, দারুণ জমেছে !
যদি একবার...
এইবার ?
চাবি আমার কাছে ! চাবি আমার কাছে !
আবদুল্লা ! দরজা খোলো !
না !
আবদুল্লা !
দড়াম্
ক্লিক
যাচ্ছলে, দরজা বন্ধ করে দিয়েছে !
শিগগির দরজা খোলো !
খুলব না !
কী করি এখন ?
ঠিক আছে, তা হলে তোমাকে ছাড়াই আমি সিনেমা দেখতে যাব !
যাও গে !
টক
টক
টক
টক
টক
?
আবদুল্লা !
যাব না।
?
না !
!
অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ !
চুপ করো !
!
ওরে বাবা !

চুপ করো ! শিগগির চুপ করো !
না !
অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
লোকটাকে বেঁধে রাখা দরকার...কিন্তু...
অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
কি...
ক্লিক
অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
চটাস
তুমি আমায় মেরেছ ! বাবাকে দিয়ে তোমাকে মার খাওয়াব ।
খাইয়ো...
যাচ্চলে ! জ্ঞান হয়ে লোকটা পালিয়েছে !
?
বাবা তোমাকে ধরে চাবকাবেন !
বটে !
মুরাদ,তুমি দাউদ আর আবদুলকে খবর দাও । দাউদকে নিয়ে ওদিক থেকে খোঁজো । আবদুলকে আমার কাছে পাঠাও । ঠিক ধরব ওদের ।
ঠিক আছে ।
...তখন কী হল জানো ? তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সেই জমিদার তো দরজা খুলে দিল । তারপরেই সে হতভম্ব !
দাউদ ! আবদুল ! এক্ষুনি এসো ।
গল্পে-গল্পে অনেক বেলা হয়ে গেছে । এখন তা হলে যাই । আমার ভাগ্নের সঙ্গে দেখা হলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ো, কেমন ?
এবারে ওদের ধরব ।
বাবা তোমার মুণ্ডু কেটে ফেলবেন !
বাছাধনরা পালাবে কোথায় !

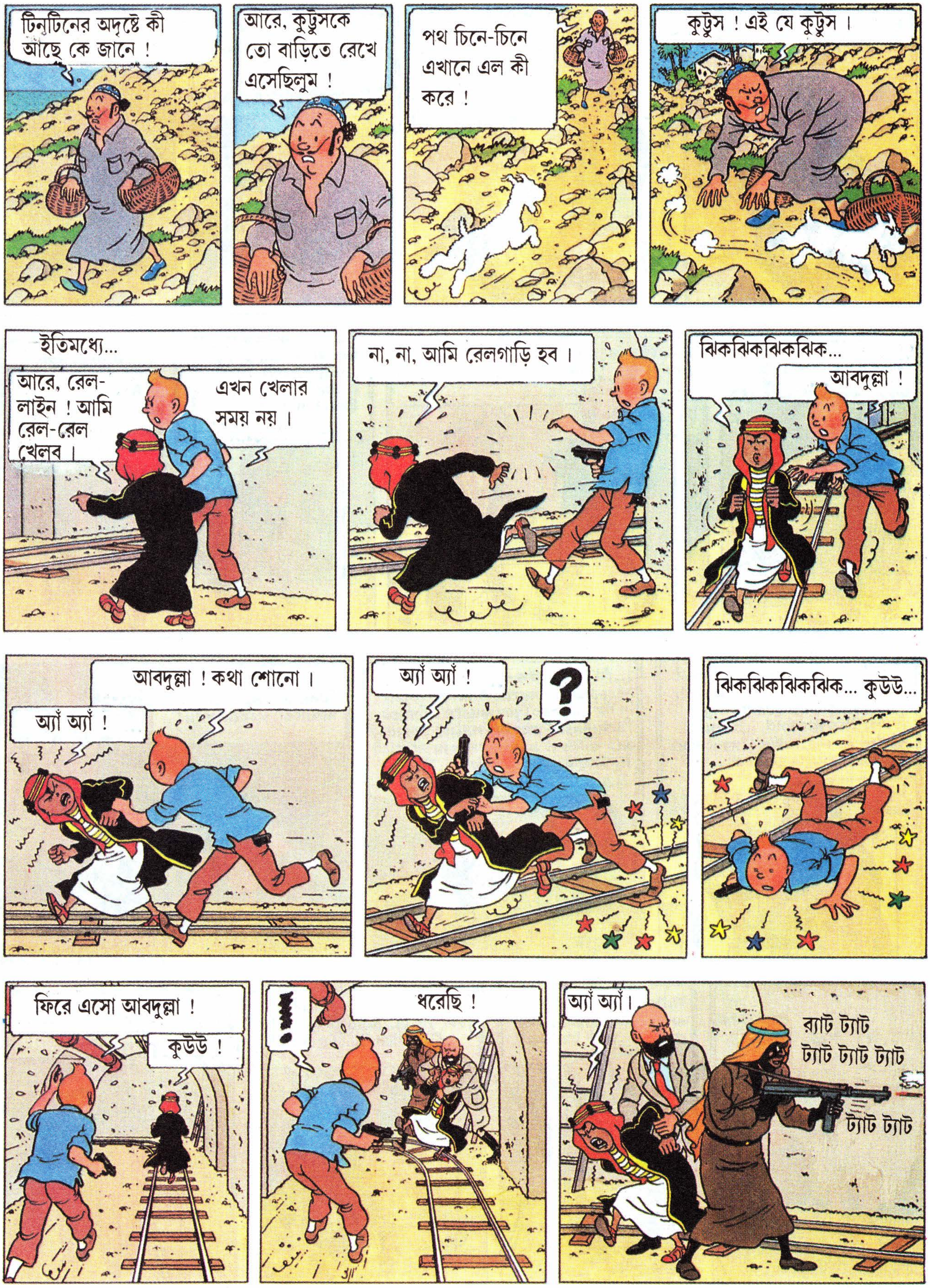
টিনটিনের অদৃষ্টে কী আছে কে জানে !
আরে, কুট্টুসকে তো বাড়িতে রেখে এসেছিলুম !
পথ চিনে-চিনে এখানে এল কী করে !
কুট্টুস ! এই যে কুট্টুস ।
ইতিমধ্যে...
আরে, রেল-লাইন ! আমি রেল-রেল খেলব ।
এখন খেলার সময় নয় ।
না, না, আমি রেলগাড়ি হব ।
ঝিকঝিকঝিকঝিক...
আবদুল্লা !
আবদুল্লা ! কথা শোনো ।
অ্যাঁ অ্যাঁ !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
?
ঝিকঝিকঝিকঝিক... কুউউ...
ফিরে এসো আবদুল্লা !
কুউউ !
ধরেছি !
অ্যাঁ অ্যাঁ ।
র‍্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট

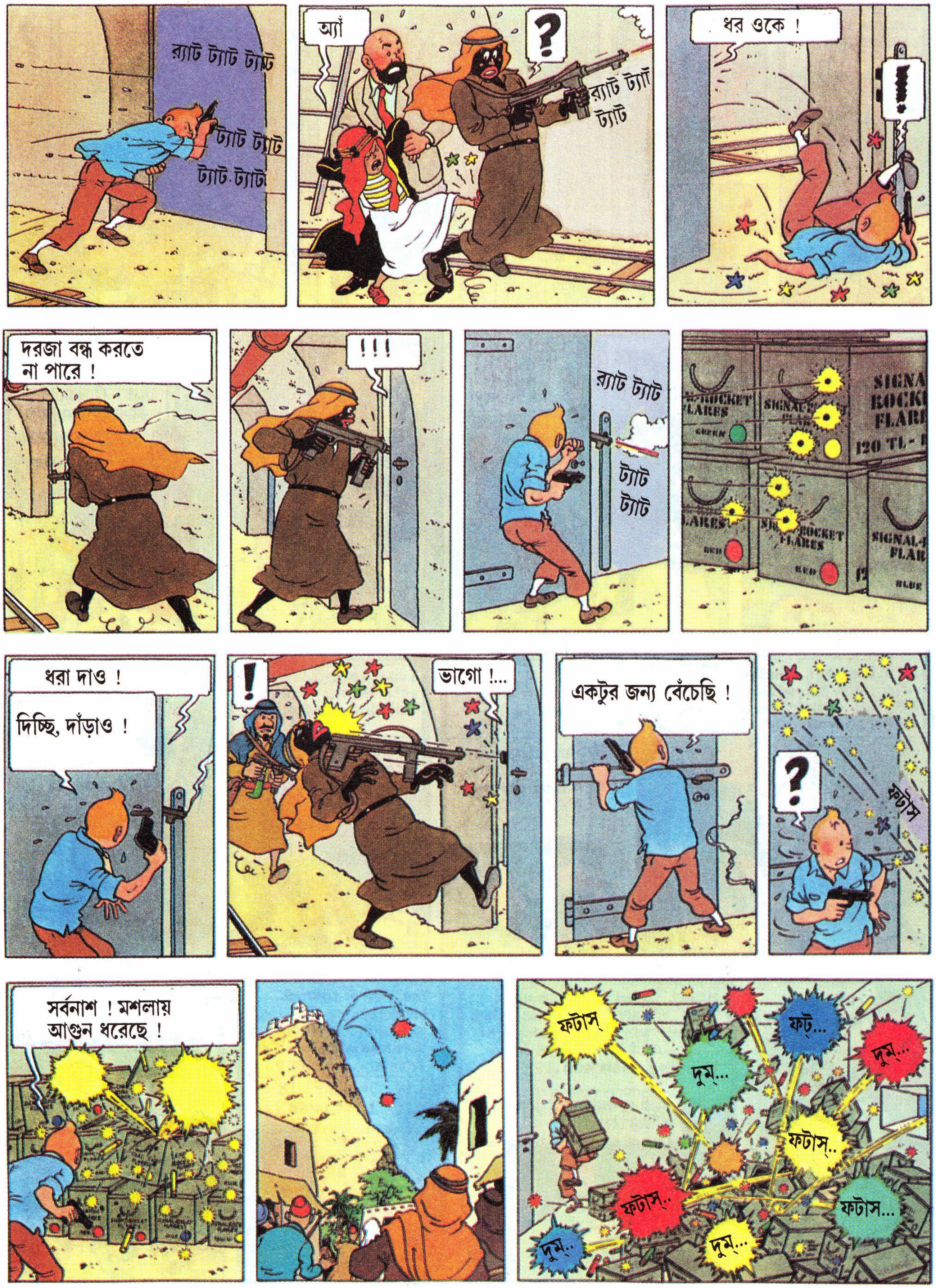
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট
অ্যাঁ
?
র‍্যাট ট্যাট ট্যাট
ধর ওকে !
দরজা বন্ধ করতে না পারে !
!!!
র‍্যাট ট্যাট
ট্যাট ট্যাট
ধরা দাও !
দিচ্ছি, দাঁড়াও !
!
ভাগো !...
একটুর জন্য বেঁচেছি !
?
ফটাস্
সর্বনাশ ! মশলায় আগুন ধরেছে !
ফটাস্
ফট্...
দুম...
দুম...
ফটাস্...
ফটাস্...
ফটাস্...
দুম...
দুম...

থামলে বাঁচি ।
দুম
আর নেই ?
এখানেই আছে ! এসো !
?
র‍্যাট-ট্যাট-ট্যাট-র‍্যাট-ট্যাট
দুম
র‍্যাট-ট্যাট
টিনটিন ! দরজা খোলো ! আমি !
কুট্টুস ! সেইসঙ্গে কার গলা শুনছি...
ভৌ ভৌ
পেয়েছি! হুররে...
ক্যাপ্টেন ! কুট্টুস !
দুম
এ কেমন অভ্যর্থনা ? ছিঃ !
এই রে... ! আবার শুরু হল ! পালাও
দুম
ফটাস
পাজিগুলো ধরা পড়েছে ! কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি এখানে কী করে এলে ?
কীভাবে এলুম ? তা হলে শোনো...
কিন্তু আমিরের ছেলের খোঁজ মিলেছে তো ?
কই, তাকে তো দেখিনি !
সর্বনাশ ! এসো শিগগির !
আমির কি এসেছেন ?
হ্যাঁ ! তিনি অপেক্ষা করছেন !
ওই তো ।
টিনটিন, সর্বনাশ হয়েছে ! বদমাশটা আমার ছেলেকে একটা গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছে ।
কেউ তাদের পিছু নেয়নি ?
আমার ঘোড়সওয়াররা পিছু নিয়েছে । তোমার দুই বন্ধুও একটা জিপ নিয়ে ধাওয়া করছে !
তা হলে তো...
আরে...
?
?

ওটা কার গাড়ি ?
আমার। কেন ?
এসো ক্যাপ্টেন !
!
আরে, আমার গাড়ি নিয়ে পালাল ! থামাও !
গাড়িটা নষ্ট করে না-ফেলে।
ঠিক পথে যাচ্ছি তো ?
হ্যাঁ, হ্যাঁ, এ ছাড়া আর পথ কোথায় ? কিন্তু ক্যাপ্টেন কীভাবে আমার খোঁজ পেলে তা শোনা হয়নি।
সহজেই পেলাম, আবার ঠিক সহজেও নয়। শোনো তা হলে...
আমিরের ঘোড়সওয়ার ! ঠিক পথেই এগোচ্ছি তা হলে।
হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন কী যেন বলছিলে ?
মানে বলছিলাম যে, কীভাবে তোমার খোঁজ পেলুম। প্রথমে তো ...
ধুলো উড়ছে। স্মিথের গাড়ি নয়তো ?
না, মানিকজোড়ের জিপ। কাটিয়ে যাব।
!
?
আরে, গাড়ি থামালে কেন ?
কী করছ ?
!
চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লে কেন ?

যাব্বাবা ! পাশের গাড়িটা এমন হুশ করে বেরিয়ে গেল যে, মনে হল আমাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে ।
ওদিকে...
তেষ্টা পেয়েছে !
আমারও পেয়েছে !
আইসক্রিম খাব !
এখন নয়...
না, এক্ষুনি আইসক্রিম দাও ! আইসক্রিম খেয়ে বাড়ি যাব !
এই নে আইসক্রিম !
অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !
কান্না থামিয়ে সামনে এসে বোসো আবদুল্লা !
না ! তুমি পাজি লোক ! বাবাকে বলে তোমাকে মার খাওয়াব !
বটে ?
হ্যাঁ, কীভাবে তোমার দেখা পেলুম বলছি শোনো । মানে ব্যাপারটা...
আবার ধুলো ! নিশ্চয় ওটা মুলারের গাড়ি !
?
হিহি ! চুলকুনির পাউডার !
?
!
কী ব্যাপার ! গাড়িটা উলটে পড়ল নাকি ?

এঁকেবেঁকে এসে উলটে পড়ে আগুন ধরে গেছে। কে জানে আবদুল্লা বেঁচে আছে কি না!
দারুণ! দারুণ!
চলো, আবার আগুন লাগাই!
গাড়ির শব্দ! কে এল?
এই যে মুলার! তোমাকে ধরেছি।
কাছে এলেই লোকটাকে ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেব।
এগোলেই এই বাচ্চাকে গুলি করব!
বাপ রে! এ যে ফিল্মের মতো ব্যাপার!
এই পিস্তলটাও নাও! চালাও গুলি!
তোমরা হাত তোলো।
যাতে করে আমাদের খুলি উড়িয়ে দিতে পারো, কেমন? সেটি হচ্ছে না!
কিন্তু তোমরা এক পা এগোলেই এই বাচ্চাকে আমি গুলি করব।
ওরা পিছোলেই ওদের গাড়িতে উঠে আমরা পালাব!
বাবার গাড়ি! এটাতেও আগুন লাগাব!
ভেতরে ঢোকো আবদুল্লা! ঢোকো বলছি!
অ্যাঁ! অ্যাঁ!
আমাদের দিকে তোমরা গুলি চালালেই আবদুল্লাকে আমি খতম করব!
অ্যাঁ! অ্যাঁ!
ডাকাত! বেবুন! ছেলেধরা! বোম্বেটে! বুগনভিলিয়া!
অ্যাঁ! অ্যাঁ!

তুমি পাজি লোক ! আমি বাবার কাছে যাব !
হ্যাঁ, পরে যাবি !
দড়াম !
আবদুল্লা লাফিয়ে পড়েছে ! যাক বাবা, তা হলে এখন...
গাড়ির টায়ার ফাটাতে পারি !
ক্র্যাক
ক্র্যাক
দুম
মুলার, ধরা দাও !
জ্যান্ত ধরা দেব না ।
ভৌ ভৌ
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ক্র্যাক
ঘুরে গিয়ে পেছন থেকে আক্রমণ চালাব !
তুমি আবদুল্লা ও কুটুসকে সামলাও ! আমি ওকে পেছন থেকে ধরব !
বিপদ বুঝলে গুলি চালাবে !
আমি কুট্টুসের সঙ্গে খেলা করব !
বেশ...
বানর, বিচ্ছু, হনুমান, উল্লুক !
অ্যাঁ অ্যাঁ ! আমি কুতুয়ার সঙ্গে খেলব !
হিপোপটেমাস !
গণ্ডার, হাঁসমুখো প্ল্যাটিপাস !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
কান্না থামাও ! নয়তো আমি ভীষণ রেগে যাব !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
টিনটিন কোথায় ?
সব যেন অদ্ভুতরকম স্তব্ধ...
লক্ষণ মোটেই ভাল ঠেকছে না...

দুম !
ইঁদুর, বানর, গণ্ডার !
শোঁওও...
দুম
দুম
মুলার আমাদের দিকে আসছিল ! মাঝপথে টিনটিন তাকে রুখে দিয়েছে !
দুম
দুম
দুম
ইঁদুর, বানর, প্ল্যাটিপাস !
গুলি ফুরিয়েছে । এবারে আবদুল্লার পিস্তল থেকে গুলি চালাব !
মুলার ! পেছনে তাকালেই দেখবে যে, জিপভর্তি পুলিশ তোমাকে ধরতে আসছে । তা ছাড়া আছে আমিরের সৈন্যরা । পালাবার পথ নেই !
?
ওরে বাবা ! আমাকে ধরতে পারলে তো আমির আমাকে শূলে চড়াবে, নয়তো আগুনে ঝলসাবে !
চোদ্দ নম্বর ফর্মুলাটা তার আগে নষ্ট করা দরকার । যাচ্চলে, সেটা কোথায় গেল ?
যাক গে, তাতে আর ক্ষতি নেই !
ধরা না-দিয়ে আমি আত্মহত্যা করব ! এই দ্যাখো !
না, না, আত্মহত্যা কোরো না !
?
ওটা আমার কালি-পিস্তল । গণ্ডারটা ওটা সত্যি ভেবেছে !
রোদ্দুরে বড্ডই মাথা ধরেছে হে !
আমারও !
আরে, এটা কী ?
ASPIRINE
অ্যাস্পিরিন ! কী সৌভাগ্য ! এসো,একটা করে ট্যাবলেট খাই !
খেয়েছ ?
খেয়েছি !
স্বাদটা যেন কেমন-কেমন !
ওষুধের স্বাদ বিচ্ছিরিই হয় !
হেউ !
হেউ !

আরে, জনসন আর রনসন অমন করছে কেন ?
কেমন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে !
বালির ওপরে... হেউ... অ্যাস্পিরিন পড়ে ছিল... হেউ... তাই খেয়ে... হেউ...
এই দ্যাখো... হেউ...
সত্যি অ্যাস্পিরিন তো ?
পরীক্ষা করে দেখা যাক !
কোম্পানির নাম তো ঠিকই রয়েছে। তা হলে ?
তাই তো !
প্ল্যাটিপাস-দাদা, তোমার বন্ধুদের দ্যাখো !
!
?
ক্যাপ্টেন ! ক্যাপ্টেন ! এ কী কাণ্ড !
আমার কেমন... হেউ !
আমারও কেমন... হেউ !
আবার 'হেউ' করো !
আবদুল্লাকে সঙ্গে করে ওর বাবার কাছে চলে যাও। মুলার, জনসন আর রনসনকে নিয়ে আমি জিপে যাচ্ছি। ওঁদের ডাক্তার দেখানো দরকার।
হেউ !
ঠিক আছে !
অ্যাস্পিরিনগুলোকে পরীক্ষা না-করিয়ে যদি নষ্ট করে ফ্যালো তো তোমাকে বড়লোক করে দেব।
বটে ? কী আছে ওই অ্যাস্পিরিনে ?
জেনে কী হবে ? নষ্ট করলে প্রচুর টাকা দেব।
আমার অর্থলোভ নেই, মুলার।
ওয়াদেসদা হাসপাতালে... দু' ঘন্টা বাদে...
ডাক্তারবাবু, শিগগির আসুন ! অদ্ভুত দুই রুগি !
দেখুন !
!?

খানিক বাদে...
আপনার গাড়ি ফিরে আসছে মালিক !
আবদুল্লাকে নিয়ে ?
ওই তো আবদুল্লা ! ওই তো আমার মিষ্টি মানিক দুষ্টু ছেলে !
বাপ্‌স, ছেলেটা একেবারে হাড় জ্বালিয়ে খেয়েছে !
ও আমার মিষ্টি মানিক !
যাক, এবারে শান্তিতে পাইপ ধরানো যাবে !
অ্যাঁ অ্যাঁ !
তোমার কাছে যাব না ! প্ল্যাটিপাস-খুড়োর কাছে থাকব !
বাবা রে, নাকটা পুড়ে গেছে !
কী মজা ! কী মজা !
রাগ কোরো না ক্যাপ্টেন ! আবদুল্লা একটু দুষ্টুমি করতে ভালবাসে !
ওই টিনটিন আসছে !
মানিকজোড় হাসপাতালে । আধ ঘন্টা অন্তর-অন্তর তাদের চুল-দাড়ি ছেঁটে দেওয়া হচ্ছে । ট্যাবলেটগুলো প্রোফেসর ক্যালকুলাসকে পাঠিয়ে বিশ্লেষণ করতে বলেছি । মানে ওই মুলারের ট্যাবলেট ...
মুলার ?
ও, আপনাকে বলা হয়নি, প্রোফেসর স্মিথের আসল নাম হচ্ছে মুলার !
সেই উল্লুকটা কোথায় ? তাকে শূলে চড়াব !
তাকে পুলিশে দিয়েছি । কথা দিয়েছি, আইন-মোতাবেক তার বিচার হবে ।
বিচারের ঝামেলায় না গিয়ে শূলে চড়িয়ে দিলেই তো হত !
তার কাছে পাওয়া কাগজপত্র থেকে বোঝা যাচ্ছে, সে এক শক্তিশালী রাষ্ট্রের গুপ্তচর । যুদ্ধ বাধলেই সে তৈলকূপগুলির ওপরে ব্যাপক হামলা চালাবার জন্য তৈরি ছিল । ইতিমধ্যে সে আরাবেক্স কোম্পানিকে হটিয়ে স্কোয়ালকে এখানে নিয়ে আসবার চেষ্টা চালিয়েছে ।
মুলারের প্রাসাদে তল্লাশি চালালেই সব ধরা পড়বে । আসল কথা, আপনার পেট্রোল-সম্পদকে সে হাতাতে চাইছিল ।
দিন কয়েক বাদে...
টিনটিন ! টিনটিন ! ক্যালকুলাসের চিঠি !
ট্যাবলেট পরীক্ষা করে দেখলাম, ওটি আসলে বিস্ফোরক । পেট্রোলে মেশালে বিস্ফোরণ ঘটে । পাঁচ হাজার গ্যালন পেট্রোলে মাত্র একটি ট্যাবলেট মেশালেই যথেষ্ট...
গাড়িতে যে কেন বিস্ফোরণ ঘটেছিল, এতক্ষণে তা বোঝা গেল । ...কী ব্যাপার ক্যাপ্টেন ?
যাচ্ছলে !

পোস্টকার্ডের পেছনে আমার বাড়ির ছবিটা দ্যাখো !
!
ক্যালকুলাস আমার বাড়িটার এই অবস্থা করল কীভাবে ?
সবটা পড়ে দেখি !
...ট্যাবলেটে পরীক্ষা করবার সময় বিস্ফোরণ ঘটে বাড়িটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে...
সর্বনেশে কথা !
...যাই হোক, এইসঙ্গে যে ওষুধ পাঠাচ্ছি, তা খেলেই জনসন আর রনসনের রোগের উপশম হবে । তা ছাড়া বিষাক্ত পেট্রোল পরিশোধনের ওষুধও এইসঙ্গে পাঠালাম...
কয়েক সপ্তাহ বাদে...
"মুলারের বিচারের সময় উপস্থাপিত নথিপত্র থেকে প্রমাণ হয়েছে যে, পেট্রোলের সঙ্গে এক ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে তাতে বিস্ফোরণ ঘটানো হত । এর মূলে এক বিদেশি রাষ্ট্রের চক্রান্ত..."
"পরীক্ষামূলকভাবে সেই রাষ্ট্রের গুপ্তচরেরা গত কয়েক মাস ধরে গাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছিল । যুদ্ধ লাগলে এ-কাজ ব্যাপকভাবে চালানো হত । টিনটিন তাদের চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছেন ।"...
"প্রোফেসর ক্যালকুলাস এর প্রতিষেধ-ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন । যুদ্ধের আশঙ্কা তাই আপাতত নেই । জনসন আর রনসনও এখন আরোগ্যের পথে ।"
বাঁচা গেল । কিন্তু ক্যাপ্টেন, তুমি কোত্থেকে কীভাবে সময়মতো এসে হাজির হলে, সেটা এখনও শোনা হয়নি ।
বলছি... বলছি...
মানে, যা বলছিলাম, ব্যাপারটা সহজও বটে, আবার জটিলও বটে । অর্থাৎ কিনা...
বললে তোমরা বিশ্বাস করবে না হয়তো...
দুম !
সত্যি, আবদুল্লার দুষ্টুমির আর শেষ নেই !
চুরুটের মধ্যে পটকা গুঁজে রেখেছিল ! দেখুন, সত্যি কথাটা বলেই ফেলি । আপনার এই আবদুল্লা অতি বিচ্ছু ছেলে !
সমাপ্ত

অ্যার্জে-র দুঃসাহসী টিনটিন

বাংলায় টিনটিন কমিক্স সিরিজের বই

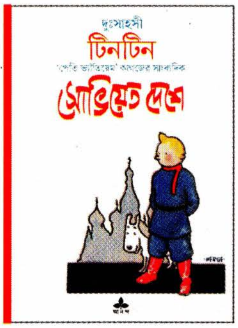

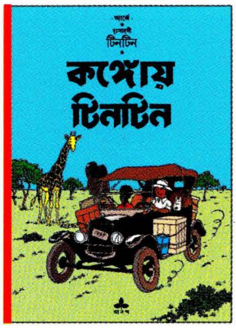

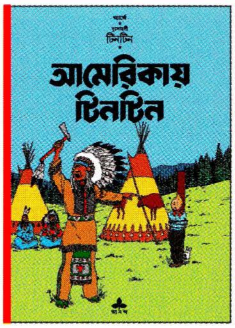

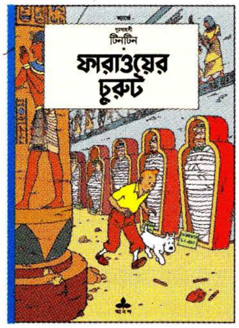

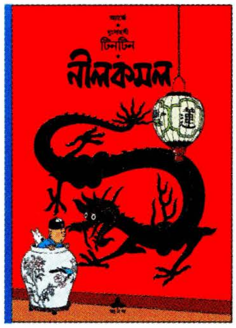

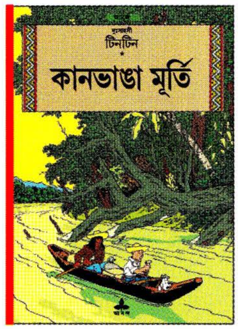

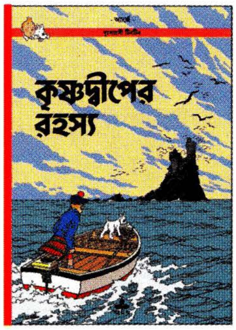

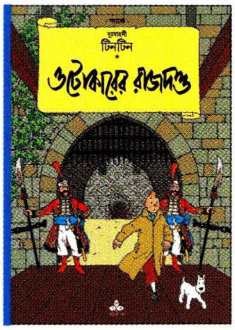

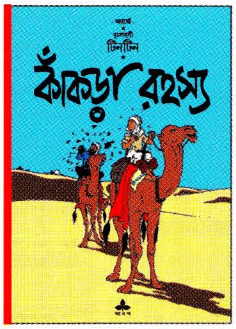

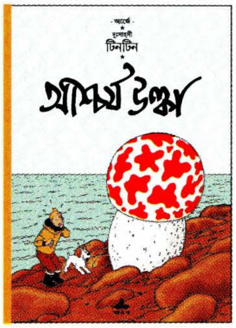

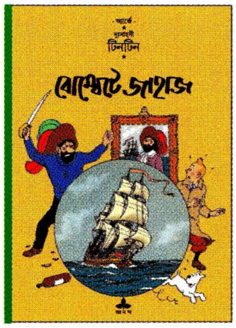

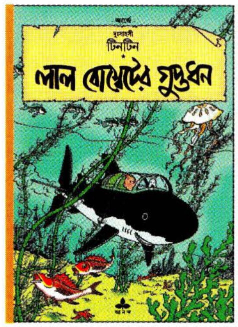

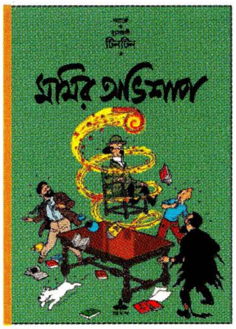

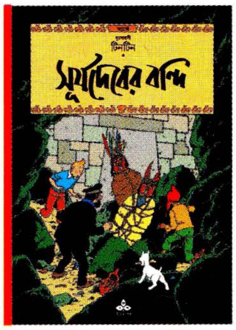

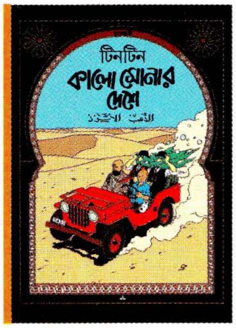

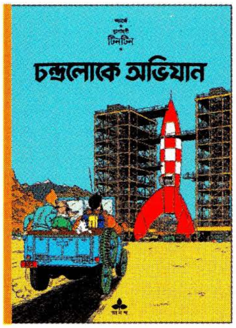

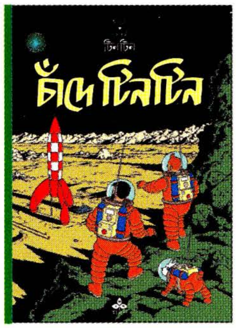

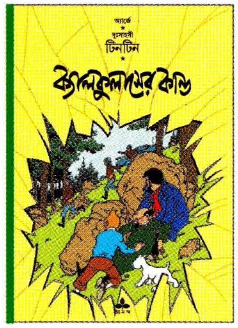

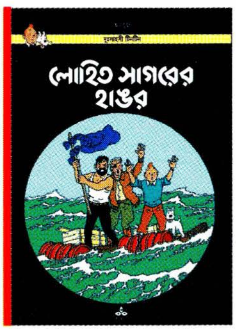

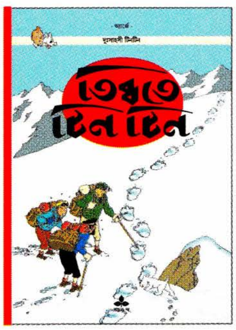

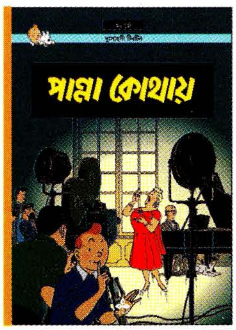

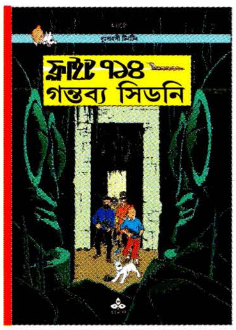

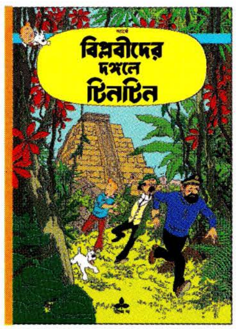

দুঃসাহসী টিনটিন-এর আরেকটি কমিক্স

হাঙরহ্রদের বিভীষিকা

অ্যার্জে-র অন্যান্য কমিক্স

জো-জেট জোকোর অ্যাডভেঞ্চার

কারামাকোর অগ্ন্যুৎপাত

গন্তব্য নিউইয়র্ক

গোখরো উপত্যকা

জন পাম্পের উত্তরাধিকার

ম্যানিটোবা জাহাজের রহস্য

9 788172 155742